তাহারা স্ত্রী আরোহীর প্রতি বিশেষ যত্ন ও সমাদর প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় বিশেষ সংবাদ;—

(১) সেন্টপিটার্সবর্গে নর্দান হেরাল্ড নামক একখানি রাজনৈতিক সংবাদ পত্র প্রকটিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই স্ত্রীলোক। রুষিয়ার স্ত্রীলোক দ্বারা রাজনৈতিক পত্রিকা সম্পাদনের এই প্রথম উদাহরণ।

(২) ষ্টকহলমে পিপল্স ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ পদে একজন স্ত্রীলোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

(৩) ফ্রান্সে একটী দস্তানা প্রস্তুত কারীর কারখানায় একজন স্ত্রীলোক ৫৪ বৎসর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাহাকে একটী রৌপ্য পদক প্রদান করিয়া সম্মাননা করিয়াছেন।

(৪) স্বাধীনতন্ত্র ফরাসী গবর্ণমেণ্ট স্বজাতীয় বৃদ্ধ ও আতুরদিগের ভরণ পোষণার্থ একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে ফরাসীরা একটী প্রধান ও সমৃদ্ধিশালী জাতি। ইহাদের সম্রাট ও রাজগণ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনতন্ত্র হইলে রাজপদের সহিত রাজকোষও জাতীয় সম্পত্তি হয়, সুতরাং রাজমুকুট ও রাজাভরণ সকল অব্যবহার্য্য পড়িয়া আছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মনন করিয়াছেন যে সেই সকল মহার্ঘ রত্নের লটারি (সুরতি খেলা) হইবে। লটারির টিকিট সমগ্র সভ্য জগতে বিক্রীত হইবে এবং তদুৎপন্ন অর্থদ্বারা বৃদ্ধ ও আতুর দিগের স্থায়ী সাহায্যের সংস্থান করা হইবে। এই মহৎ কার্য্যটী ফরাসীর ন্যায় মহৎ জাতির যোগ্য।

(৫) আমাদিগের তৃতীয় রাজকুমারী ক্রিশ্চিএন প্রতি মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে অতিথিসেবা করিতেছেন। অভ্যাগত বালক ও বালিকার সমষ্টি প্রায় ২০০ দুই শত। রাজকুমারী স্বয়ং পরিবেশনের সহায়তা করিয়া থাকেন।

বিবি গ্লাডষ্টোন।

"যোগ্যং যোগেন যুজ্যতে" একটী সমীচীন প্রবচন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ-মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের গুণের কথা ব্যাখ্যা করিয়া আর কাহাকেও পরিচয় দিতে হইবে না, তিনি যেমন সদ্বিদ্বান ও সহৃদয়, সেইরূপ তেজস্বী ও কর্ম্মঠ পুরুষ—বৃদ্ধবয়সেও মানসিক ও দৈহিক শ্রমকার্য্যে যুবকদিগকে হারাইয়া দেন। গ্লাডষ্টোন-পত্নীও স্বামীর সম্পূর্ণ অনুরূপ। তিনি একজন বিদ্যাবতী, সাধ্বী ও কার্য্য-কুশল রমণী। স্বামীর ন্যায় তিঁও লোকহিতকর ব্রতে দিন-

যাপন করিয়া থাকেন। স্বামীর সাধু কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই সমুৎসুক। যখন অবসর পান, পল্লীস্থ জনগণের সহিত মিলিত হইয়া কতই মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন! দুঃখী লোকদিগের প্রত্যেক কুটির তাঁহার বিশেষ পরিচিত। সচ্চরিত্র শিক্ষিত লোকদিগের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত। ধন, পদ, ও সম্ভ্রম তাঁহার আদরের বস্তু নহে, কিন্তু সারল্য ও শীলতা তাঁহার প্রিয় সামগ্রী। ইহার জন্য ধনাভিমানী ও পদাভিমানী ব্যক্তিরা কখন কখন তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। এমন কি একদা কতিপয় পদাভিমানী ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রিবর এই মাত্র উত্তর দেন যে তিনি কখনও তাঁহার স্ত্রীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না; তাঁহার ইহা ধ্রুব বিশ্বাস যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কখনও অযথা কার্য্য করেন না এবং যাহা করেন তাহা ভালই করেন। গুণবতী স্ত্রীর প্রতি গুণবান্ স্বামীর এইরূপ ব্যবহারই বটে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তুলা রপ্তানি বন্ধ হইলে ল্যাঙ্কাসায়ারস্থ তন্তুবায়দিগের মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, মন্ত্রি-পত্নী তন্নিবারণার্থ বহুল পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। হেওয়ার্ডেন পর্য্যন্ত রাস্তা ও পথ নির্ম্মাণার্থ ৫০ জন শ্রমজীবীকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের জীবিকার সম্বল করিয়া দেন। একদা তাঁহার একজন কর্ম্মচারী আসিয়া শ্রমজীবীদিগের মধ্যে তিনজনের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে তাহারা অলস ও উত্তরদায়ক, সর্ব্বদা অবাধ্য, সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে হইবে। মন্ত্রি-পত্নী উত্তর করেন যে এরূপ দুঃসময়ে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহাদিগের সাহায্যার্থ এই কার্য্যানুষ্ঠান, কার্য্যের উন্নতি তাঁহার লক্ষ্য নহে। সুতরাং কার্য্য শেষ হইয়া গেলেও যতদিন না দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়াছিল, ততদিন তিনি উক্ত দরিদ্রলোক সকলের সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনি পরিশ্রম করিতে এত ভালবাসেন যে যখন নিজের কোন কার্য্য না থাকে, দুঃখী প্রতিবেশীর কুটিরে গিয়া স্বহস্তে তাহাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কিপ্রকারে চারা রোপণ করিলে ভাল হয়, পুষ্প বৃক্ষ সকল কিরূপে থাকিলে সুন্দর দেখায়, মাটীর পারিপাট্য কিরূপে করিতে হয়, তিনি স্বয়ং ইহার সম্পাদনে ও তত্ত্বাবধানে পরম প্রীতি লাভ করেন।

একজন আমেরিক মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার পরিশ্রমের বিষয় এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে "একটী মস্তিষ্ক ও দুইটী

হস্তে এত কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।” আর এক ব্যক্তি তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে এই অপূর্ব্ব রমণী যদিও ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি সংসারে তাঁহাকে পাইলে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

“যদি কোন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে চাও, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং কর।” ইহা ইহাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। তাঁহার পিতা সর রিচার্ড গ্লাইনি হেওয়ার্ডন কাসলের বেরোনেট বলিতেন যে বালিকাবস্থাতেও তিনি তাঁহার ধাত্রীর শ্রম লাঘবের জন্য কত উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তিনি যে ভবিষ্যতে রমণী-কুলের আদর্শ হইবেন, প্রথম হইতেই তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

রমণীর বুদ্ধি কৌশল।

আরব্য সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে যে পরিমাণে উপন্যাসময় গ্রন্থ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে তদ্রূপ পাওয়া যায় না। জগতের যে জাতি যে পরিমাণে স্বাধীন এবং সুখী, সেই জাতি সেই পরিমাণে আমোদপ্রিয় এবং সৌখীন হইয়া উঠে। রাজনৈতিক ইতিহাসে আরব দেশের অধিবাসীদিগের স্বাধীনতাস্পৃহা, স্বেচ্ছা-চারিতা, সমরপ্রিয়তা, স্বদেশরক্ষণশীলতা, প্রভৃতি বিষয়ের যেরূপ ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে পৃথিবীর মধ্যে কেবল মাত্র আরবদেশে কখনও কোনও কালে বিজাতীয় পতাকা উড্ডীন হয় নাই। এরূপ নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত জাতি যে সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে, ইহারা যে মনের আনন্দে অবকাশ সময় আমোদ বা উপন্যাস চর্চ্চায় যাপন করিবে ইহা বিচিত্র নহে। সমগ্র আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের কোনও নির্দ্দিষ্ট আবাস নাই, ইহারা স্থানে স্থানে ঋতু বিশেষে শিবির স্থাপন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং ভ্রমণকারী বেশে দেশের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকে, সুতরাং অনেক সময়ে উপন্যাসাদি বির-চন বা [illegible]বৃত্ত করিয়া সময় ক্ষেপণ নিতা[illegible] আবশ্যক হইয়া উঠে। বোধ করি, এই জন্যই আরব্য সাহিত্যে এত উপন্যাসের প্রাদুর্ভাব। বোধকরি এই জন্যই আরব দেশে শীত ঋতুতে অগ্নি-কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া বিজ্ঞ জন সমাজ উপন্যাসের এত অনুশীলন করেন। যাহাই হউক, আরব্য সাহি-ত্যের সমগ্র উপন্যাসময় গ্রন্থাবলীর মধ্যে “একাদশ সহস্র রজনী” নামধেয় সুবৃহৎ

গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সারগর্ভ। ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের নাম "আরেবিয়ান নাইট," আরবদেশে ইহা "আলেফ্ লায়লা" নামে অভিহিত। এই পুস্তক পাঠ করিলে রমণী জাতির যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য্য কৌশল, ধর্ম্মভীরুতা এবং সুশিক্ষার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার এক একটি দৃষ্টান্তে এক এক খানি রমণীয় নাটকের ভিত্তি প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা সেই অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের অন্তর্গত অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে অদ্য একটীমাত্র পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। দৃষ্টান্তটী পুস্তকের সর্ব্ব প্রথমেই সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু "একাদশ সহস্ররজনী" গ্রন্থের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জন মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার সারতত্ব সংগ্রহে সযত্ন হইয়াছেন, আমরা জানি না।

অতিপূর্ব্বকালে পারস্য দেশে এক জন প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি বাস করিতেন। ইঁহার পিতা সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কাল ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হইলে রাজার বংশধরগণ ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সাহরিয়র নামে ইঁহাদেরই একজন রাজকুমার স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অঙ্গোপাঙ্গের প্রদেশে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। সাহরিয়র সাহিত্যপ্রিয়, শিক্ষিত, প্রজারঞ্জন ও গুণগ্রাহী নরপতি বলিয়া বিখ্যাত। রমণীজাতিকে ইনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন এবং ইঁহাদের উন্নতিকল্পে ইনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে ইনি সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। একদিবস সমস্তদিন মৃগয়ায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া রজনীযোগে বাদসাহ বাহাদুর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, রাজমহিষী একটি প্রকোষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক রমণী জাতির স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা ও পতিপরায়ণতা গুণের অবমাননা করিয়া একজন অপরিচিত ও অসচ্চরিত্র পুরুষের সহিত নির্লজ্জ এবং কলুষিত ভাবে কথোপকথন করিতেছেন। ক্রোধে তদ্দণ্ডেই বাদসাহ বাহাদুর মহিষীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং সেই দিন হইতে তাঁহার মনে এই সংস্কার জন্মিল যে রমণী জাতিকে সহজে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে এই ধারণা জন্মিল যে রমণী জাতির পতিপরায়ণতা গুণ কেবল অলীক উপন্যাসের কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, সেই দিন অবধি বাদসাহ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অদ্য হইতে আমি প্রতিদিন সায়াহ্নে একটি করিয়া রমণীকে বিবাহ করিব এবং নিশাবশেষে তাহার প্রাণসংহার করিব। পালা ক্রমে প্রতিদিন সায়ংকালে এক একটি করিয়া অবিবাহিতা বালিকা

বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কালকবলে নিষ্ঠুররূপে নিহত হইতে লাগিল। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে ও অসংখ্য বালিকার প্রাণ নাশ হইলে, একদিন রাজমন্ত্রীর কুমারী কন্যার পালা উপস্থিত হইল। বিমর্ষ চিত্তে উজির বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, নয়নাশ্রুতে তাঁহার কপোল দেশ অভিষিক্ত হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার কন্যা সাহারজাদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কন্যা পিতাকে অনেক প্রকারে অভয় দান করিলেন, কিন্তু পিতার স্নেহময় হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। যাহাহউক, রাজার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় সুতরাং সূর্য্যাস্তের পরেই সাহারজাদী রাজনিকেতনে প্রেরিত হইলেন। গমনকালে সহাস্যবদনে ও প্রফুল্ল মনে সাহারজাদী আপন পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অদ্যকার রজনী রমণী জাতির আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার প্রশস্ত সময়; অদ্যকার রজনী প্রভাত হইলে আপনি দেখিবেন এদেশে আর কখনও কোনও কালে রাজকীয় আদেশে নারী জাতির প্রাণ বিনষ্ট হইবেনা"। সাহারজাদী এই কথা বলিয়া বাদসাহের প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

উজিরকুমারী বাদসাহের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন* "মহারাজ! আপনার অলঙ্ঘনীয় আদেশ অদ্যকার রজনীতে আমাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এ অধীনীর একটী যৎসামান্য প্রার্থনা আছে। আমি একটি সুন্দর ও শ্রবণমধুর উপন্যাস জানি; আপনার ন্যায় শিক্ষিত, সাহিত্যপ্রিয় ও গুণগ্রাহী নরপতিরাই একমাত্র এরূপ উপন্যাস শ্রবণ করিবার যোগ্য পাত্র। বাদসাহ গল্প শুনিতে বসিলেন। রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যাবতী সাহারজাদী সেই সুন্দর, সারগর্ভ এবং সুশ্রাব্য গল্প বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রিশেষ হইল, তবুও গল্প শেষ হইল না। কৌতুহলবিভ্রান্ত বাদসাহ সেই গল্প পররাত্রে শ্রবণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং সেই জন্য সাহারজাদীর জীবন রক্ষার আদেশ দিলেন। প্রতি রাত্রির শেষে বালিকার বুদ্ধিকৌশলে গল্পটি এরূপ ভাবে অসম্পূর্ণ

---

* পাঠান্তরে বর্ণিত আছে সাহারজাদী তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা দিনারজাদীকে সেই রাত্রি নিকটে থাকিবার জন্য বাদসাহের নিকট শেষে প্রার্থনা করেন। বাদসাহ অনুমতি দান করিলে রাত্রিশেষে দিনারজাদী দিদীর নিকট একটী গল্প শুনিতে চান। বাদসাহ সেই গল্প শুনিয়া এত মোহিত হন যে পররাত্রে তাহার অবশিষ্ট ভাগ শুনিবার অভিলাষে এক দিনের জন্য মহিষীর প্রাণ নাশের বিলম্ব করেন। ক্রমে গল্পের মোহন মন্ত্রে বশীভূত হন। সাহারজাদীর বুদ্ধি হইতেই এই অদ্ভুত আত্মরক্ষা কৌশলের সৃষ্টি হয় এবং আরব্য উপন্যাস এই অদ্ভুত কৌশলের পূর্ণ বিকাশ।

করিয়া রাখা হয় যে তাহার অপরাংশ শুনিবার জন্ত মন নিতান্তই ব্যগ্র হইয়া উঠে। এইরূপে গল্পের মৌলিক বৃত্তান্তে এবং তাহার শাখা প্রশাখায় দুই বৎসর নয়মাস এবং এক দিন অর্থাৎ একসহস্র একদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যে দিন উপন্যাসের উপসংহার হইল, সেই দিন বাদসাহ বলিলেন "অদ্য হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমার রাজ্যে আর যেন অত্যাচার না হয় এবং সাহারজাদী যাবজ্জীবন রাজকীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজমহিষীরূপে পরিগণিতা হইবেন।" প্রথিত আছে, সাহারজাদী মহিষী পদে বরিতা হইয়া পরম সুখে প্রজাপালন করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আর্ম্মেডিলো। *

জগদীশ্বর পৃথিবীর কোন্ স্থানে যে কিরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থনিচয় সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? মনুষ্যেরা এ পর্য্যন্ত যে সকল পশুর বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত আছে, তন্মধ্যে প্রায় সকলেরই শরীরের উপরিভাগ চর্ম্ম ও লোম দ্বারা আবৃত। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে জীবের বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার সর্ব্বাঙ্গ অস্থিময় আচ্ছাদনীতে পরিবৃত আছে। ইহা আপাততঃ অনেকেই স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যে যে মহান শিল্পকর এই অদ্ভুত প্রাণী সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা যে কোন প্রাণীর বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহাতেই তাঁহার অনন্ত কৌশল ও অভাবনীয় রচনা নৈপুণ্য দেখিতে পাই। যে পশুর বিষয় উল্লিখিত হইল তাহার নাম আরমেডিলো। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে। পৃথিবীর অন্য কোন অংশে এই পশু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ এবং পুচ্ছ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত অঙ্গই অস্থিময়, কেবল গলদেশ, বক্ষঃস্থল ও উদর এক প্রকার ধবল বর্ণের সুকোমল চর্ম্ম দ্বারা আবৃত আছে, কিন্তু তাহা সাধারণ চর্ম্মের ন্যায় নহে, তাহাকে উপাস্থি বলা যায়। বাস্তবিকও আরমেডিলোর যে কোন অঙ্গ সর্ব্বদা বায়ুসংলগ্ন হয়, এবং কোন প্রকারে ঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তথাকার শ্বেতচর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অস্থিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পশুর মধ্যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে অতি

* ১১০ সংখ্যা বামাবোধিনীর "আর্ম্মেডিলো বা বর্ম্মধারী" প্রস্তাব দেখ।

ক্ষুদ্র জাতিরা এক পাদ প্রমিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাতিরা ত্রিপাদ প্রমিত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। সকলের দেহে অস্থিমালার সংখ্যা সমান নহে এবং তাহার ন্যূনাধিক্যানুসারে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন জাতির নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু সকল জাতিরাই সাধারণরূপে অস্থিময় আচ্ছাদনে আবৃত। চিঙড়ী মৎস্যের শরীরস্থ ত্বক্‌গুলি যেরূপ এক খানির উপর আর এক খানি করিয়া অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত আছে, এই প্রাণীর দেহেও তদনুরূপ নিয়মক্রমে অস্থিসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। সচরাচর প্রায় সকল জাতিরই শরীরে দুই খানি বৃহদাকার অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক খানি স্কন্ধোপরি ও অপর খানি কটির পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত। এই দুই অস্থির মধ্যস্থলে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে গড়ানিয়াভাবে সজ্জীভূত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন দুই খানাই পরস্পর সংলিপ্ত নহে, সকল গুলিরই চারিদিকে অল্প পরিমিত স্থান শূন্য আছে, কারণ অস্থি গুলি পরস্পর অসংলিপ্ত না থাকিলে ইহাদের অঙ্গচালনার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হইয়া উঠিত, কিন্তু এরূপ থাকাতে ইহারা সকল দিকেই শরীর ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে। অধিকন্তু পরম কৌশলজ্ঞ জগদীশ্বর এই প্রাণীর দেহে আর এক পরমাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাদিগের সমস্ত অস্থিগুলিকে এমনি এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম হরিদ্রাবর্ণের ত্বক দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গের গতিবিধি অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে। উপরোক্ত বৃহৎ অস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে সকল অস্থি আছে, সে গুলি অতি পরিপাটীরূপে ক্রমে ক্রমে গড়ানিয়া ভাবে স্থাপিত হইয়াছে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি শ্রেণীর সংখ্যা সকল জাতির শরীরে সমান নহে। কোন জাতির বৃহৎ অস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে তিন সারি মাত্র, কাহারও ছয় সারি, কাহারও বা আট, কাহারও নয় এবং কাহারও বা বার সারি এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দেহ মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবদ্ধ অস্থিমালা স্থাপিত আছে। আরমেডিলোর মধ্যে কেবল এক জাতির দেহের গঠন কিছু বিভিন্ন, উপরে যে দুই খণ্ড অস্থির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা তাহাদের নাই। তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের স্কন্ধদেশে কেবল এক খণ্ড মাত্র অস্থি স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে পৃষ্ঠ অবধি লাঙ্গুল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলি ক্রমনিম্নরূপে সুসজ্জীভূত আছে। জাতি বিশেষে এই সকল অস্থির বর্ণ বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর প্রায় কৃষ্ণ মিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আরমেডিলোর শরীরস্থ সমস্ত অস্থি গুলিই এক প্রকার চক্ষুর অগোচর অতি সূক্ষ্ম

চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং সেই চর্ম্মের বর্ণানুসারেই ইহা দিগের অস্থির বিভিন্নতর বর্ণের অনুভব হইয়া থাকে। আরমেডিলোরা অতিশয় শান্তস্বভাব, এবং পরানিষ্টতৎপর নহে। ইহাদিগের এমন কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র নাই যে তদ্দ্বারা আপনাদিগের শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, তজ্জন্য জীবন যাত্রানির্ব্বাহে এই পশুরা অনেক যাতনা ভোগ করে ও প্রায় সকল জন্তু কর্তৃক অবমানিত হইয়া থাকে, ইহাদের শরীর যে সমস্ত অস্থি দ্বারা আচ্ছন্ন আছে, তদ্দ্বারা অতি কষ্ট সৃষ্টে আপনাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। ইহারা আশ্রয় বিহীন বলিয়া, অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীরা ইহাদিগকে নির্ভয়ে ও নিরাপদে আক্রমণ করিয়া থাকে। যদিও আরমেডিলোরা দুর্ব্বল শত্রু হইতে দেহাবরণ অস্থি মালা দ্বারা অনায়াসে সুরক্ষিত হইতে পারে, তথাপি তাহাদের পক্ষে এই ক্ষীণ অস্ত্রযোগে পরাক্রমশালী বিপক্ষগণের হস্ত হইতে পরিরক্ষিত হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু পরমকারুণিক পরমেশ্বর তাহাদিগের এই অভাব নিরাকরণার্থে (শজারুরা বিপদ সময়ে যেরূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে) ইহাদিগকেও সেই উপায়ের বশবর্ত্তী করিয়াছেন। যখন কোন বিপক্ষ নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইহারা আপনাদিগের আস্যদেশ অস্থিময় আচ্ছাদন মধ্যে সংগোপন করিয়া রাখে, এই অবস্থায় ইহাদের কেবল নাসিকাগ্রভাগ কিঞ্চিৎ দৃশ্যমান হয়, নতুবা সমস্ত মুখই অদৃশ্য থাকে। কিন্তু ইহাতেও যদি বিপদের ন্যূন না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখে, তাহা হইলে আরমেডিলো আপনার পদ চতুষ্টয় একত্রিত করত উদরের নিম্ন দেশে গুড়াইয়া রাখে, তৎপরে মুখ ও লাঙ্গুলাগ্রভাগ সঙ্কুচিত করিয়া একত্রে সংযোজন করে এবং লাঙ্গুলকে রজ্জু স্বরূপ করিয়া সংযুক্ত দেহকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় আরমেডিলোকে ঠিক একটী ভাঁটার ন্যায় বোধ হয়, কেবল প্রত্যেক পার্শ্বের পরিসর কিঞ্চিৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই পশু এতাদৃশ বর্ত্তুলাবস্থায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। সচরাচর শত্রু পরিত্যাগ করিয়া যাইলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাকে এই ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। কিন্তু শত্রু সন্নিকটে থাকিলে ইহারা স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গড়াইয়া বেড়ায়। আরমেডিলোর এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে কোন ক্রমেই তাহাকে সজীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না।

যদিও ইহারা এইরূপ কৌশলে চতুষ্পদ জন্তুদিগের নিকট পরিত্রাণ পাইতে পারে, কিন্তু আমেরিকার সন্নিকটবর্ত্তী উপদ্বীপবাসী লোকদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া ইহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ তাহারা বর্ত্তুলাকার আরমেডিলোকে

প্রজ্বলিত অগ্নি সম্মুখে নিক্ষেপ করে, সুতরাং তখন এই হতভাগ্য পশু উত্তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণে বাধ্য হয়। আর-মেডিলোরা পরানিষ্টতৎপর অথবা দুষ্ট স্বভাব নহে বটে, কিন্তু কোন প্রকারে উদ্যানে প্রবেশ করিবার পথ পাইলে স্বকীয় পরাক্রম প্রকাশে ত্রুটি করে না, তথায় ইহারা মূটি, আলু ও অন্যান্য শস্য মূলাদি ভক্ষণ করিয়া যথেষ্ট অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে ইহাদিগকে কাহারো কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে দেখা যায় না।

এই পশুরা আমেরিকার উষ্ণতর প্রদেশে বাস করে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডাদি শীতল দেশে অবস্থান করাও ইহা-দিগের পক্ষে অসাধ্য নহে, কারণ এই জন্তু অনেক বার সাধারণের দর্শন জন্যে শিকারী কর্ত্তৃক অনেক শীত প্রধান দেশেও আনীত হয় এবং তথায় বাস করিতে ইহাদের কিছুমাত্রও ক্লেশানুভব হয় নাই, বরং উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় তথায় ইহারা সুস্থ শরীরে বাস করে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে করুণাময় জগৎপাতা যেমত এই অদ্ভূত প্রাণীকে উষ্ণদেশে বাস করিবার উপযোগ করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তদ্রূপ আবার ইহাকে শীত সহ্য করিবারও সবিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

বৃষ্টি।

জল উষ্ণ হইলেই বাষ্প হয়। তখন আর তাহাতে জলের তরলতা থাকে না। উঠিবামাত্র বায়ুর শৈত্য বশতঃ উহা ঘনীভূত না হইলে, উহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা পাতলা বলিয়া উপরদিকে উঠিতে থাকে। যতই উপরদিকে উঠে, ততই উপরিস্থ বায়ুস্তরের সংস্পর্শে ইহার তাপ কিয়দংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। ক্রমে এইরূপ তাপ হারাইয়া বাষ্পরাশি উর্দ্ধাকাশে ঘনীভূত হইয়া যায়। তখন বায়ু অপেক্ষা ভারি হওয়াতে আর উপর-দিকে উঠিতে পারে না—বায়ু মধ্যেই ঝুলিতে থাকে। এই ঘনীভূত বাষ্পকে মেঘ কহে। মেঘে মেঘে যুক্ত হইয়া যখন কতকগুলি ঘনীভূত বাষ্পবিন্দু মিলিত হয়, তখন আর উহা আকাশে ঝুলিয়া থাকিতে পারে না, বৃষ্টি হইয়া ভূতলে পড়ে। এই বৃষ্টিজলে উদ্ভিদ ও জীব জগতের কি কি উপকার ও অপকার হইয়া থাকে, তাহা সম্যক্ আলোচনাতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

একজন নিরক্ষর কৃষককে জিজ্ঞাসা কর "বৃষ্টি জলে কি উপকার পাই-তেছ?" সে মুহূর্ত্ত তরেও চিন্তা না করিয়া বলিবে বৃষ্টিজল সময় মতে বর্ষিত হইলে, জল সিঞ্চন জন্য তাহার পরিশ্রম করিতে হয় না। বৃষ্টির জলই তাহার রৌদ্র-দগ্ধ নীরস ভূমিকে সরস করিয়া তুলে। সুতরাং ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি এই রস আকর্ষণে বাড়িতে আরম্ভ করে। কৃষক জানে যে বৃষ্টি জল উদ্ভিদের পানীয়। কিন্তু বৃষ্টি জল যে শস্যাদির পিপাসা নিবারণ ভিন্ন আর এক মহান্ উপকার সাধন করে, কৃষকের সে জ্ঞান নাই। অঙ্গারজান বাষ্প উদ্ভিদ মাত্রেরই প্রধান খাদ্য। এই বাষ্পের কিয়দংশ উদ্ভিদগণ পত্র দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে, অবশিষ্ট ভাগ শিকড় দ্বারা শরীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লয়। বৃষ্টির জলে বায়ুমণ্ডলস্থ অঙ্গারজান অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। এই মিশ্রিত জল উদ্ভিদ মূলের নিকটস্থ কাটাল দিয়া শিকড় সমীপে উপস্থিত হয়। শিকড়গুলি কৈশিক আকর্ষণে এই অঙ্গারজান মিশ্রিত জল টানিয়া উদ্ভিদ শরীরে প্রেরণ করে। এতদ্ভিন্ন গলিত মৃত্তিকাস্থ গলিত উদ্ভিদ শরীর হইতে যে অঙ্গারজান জন্মে, তাহাতে এমোনিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের খাদ্যপদার্থগুলি বৃষ্টি জলে দ্রব হইয়া জল সংযোগে উদ্ভিদ শরীর মধ্যে নীত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বৃষ্টি জল বায়ু সাগরস্থ অঙ্গারজান বাষ্প কিয়ৎ পরিমাণে শোষণ করিয়া, বায়ুকে কথঞ্চিৎ সংশোধিত করিতেছে। বৃষ্টি জল কেবল এইরূপ ভাবেই বায়ু-রাশি সংশোধন করে এমত নহে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অহর্নিশ যে বিষাক্ত বায়ু ও উদ্ভিদ পরমাণু উঠিয়া বায়ু সাগরে সন্তরণ করিতেছে, তাহাও অধিক পরিমাণে ধৌত করিয়া লয়। এইরূপে বায়ুরাশি সংশোধন করিয়া বৃষ্টি জল আমাদের মহান্ উপকার সাধন করিতেছে। বায়ুমণ্ডলস্থ দূষিত পদার্থ বৃষ্টি জলে মিশ্রিত হওয়াতে উহা পানের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং সংশোধন না করিয়া উহা পান করা কদাচ উচিত নয়, পান করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা।

বায়ু সংশোধন ভিন্ন বৃষ্টিজল পর্ব্বত ও পৃথিবী পৃষ্ঠকেও ধৌত করিয়া পরিষ্কার করে। পর্ব্বত ও পৃথিবী পৃষ্ঠোপরি যে সমস্ত মৃত উদ্ভিদ ও জন্তুদেহ পচিয়া গলিতে আরম্ভ করে, তাহা স্রোত জলে ভাসাইয়া দেয়। কিন্তু ভাসাইয়া লইয়া তাহা কি লোক পীড়ার জন্য এক-স্থলে সঞ্চয় করিয়া থাকে? না। পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ ধৌত মৃত্তিকা ও পর্ব্বত পৃষ্ঠস্থ প্রস্তররেণুর সহিত ঐ সকল পদার্থ মিশ্রিত করিয়া সারবান্ মৃত্তিকা প্রস্তুত করে। এই মৃত্তিকা হয় নদী খাতে জমিয়া ক্রমশঃ জলের উপরে

উঠিয়া থাকে, নতুবা প্লাবনে নদী-তীরস্থ ভূমির উপরে জমিয়, উহাকে অধিকতর শস্যশালিনী করিয়া তুলে। এইরূপে বৃষ্টি জল উষর ভূমিকে সারবান করিতেছে।

বৃষ্টির জল বাণিজ্য কার্য্যের প্রধান সাধন। অৰ্দ্ধ সভ্য প্রদেশে বৃষ্টির জলই অন্তর্বাণিজ্য রক্ষার একমাত্র মূল কারণ। দেশের একস্থান হইতে স্থানান্তরে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে নদীবক্ষে নৌকাযোগে লইয়া যাইতে হয়। ধারাবাহিক বৃষ্টি জলই নদী নামে অভিহিত। নদীবক্ষে শতসহস্র নৌকা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে না পারিলে, সমাজ কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। অসভ্য পাৰ্ব্বত্যজাতি যেরূপ স্বদেশজাত ও স্বহস্ত নির্ম্মিত পদার্থেই অভাব মোচন করিয়া থাকে, সকল সমাজেরই ঠিক সেইরূপ দশা হইত। সভ্যদেশে রেলওয়ে দ্বারা অন্তর্বাণিজ্য কার্য্য অধিকাংশ সংসাধিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু সভ্যদেশেরও সর্ব্বস্থানে রেল দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং জল-বাণিজ্য কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং অন্তর্বাণিজ্য ও তজ্জনিত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমাজমাত্রেই বৃষ্টিজলের নিকট ঋণী

বৃষ্টি জল দ্বারা অনেক কল চালিত হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল যথোপযুক্ত স্থানে সঞ্চয় করিয়া কলের চাকার উপর গড়াইয়া ফেলিতে হয়, এইরূপ পতনে চাকা ঘুরিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কল চলিতে আরম্ভ করে। বৃষ্টি জল দ্বারা কি কি উপকার সাধিত হয়, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বৃষ্টি জলে মাঝে মাঝে অনিষ্টও হইয়া থাকে। অসময়ে বর্ষণ কি অপরিমিত বর্ষণে শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ ও লোকপীড়া হইয়া অনেক অনিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন অতি বর্ষণে নদীজল অপরিমিত বৃদ্ধি পাইয়া কখন কখন বাড়ী ঘর ও জীব জন্তু ভাসাইয়া লইয়া যায়। তখন প্লাবিত দেশের লোকগুলিকে অপরিমিত কষ্ট পাইতে হয়। জল প্লাবনে যেরূপ অপকার, সেইরূপ উপকারও হইয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি জল শুকাইয়া গেলে প্লাবিত ভূমির উপর একস্তর সারবান মৃত্তিকা জমিয়া প্রাচীন ভূমিকে অধিকতর শস্যশালিনী করিয়া তুলে। এতদ্ভিন্ন প্লাবনে মৃত্তিকা-উপরিস্থ দূষিত পদার্থগুলিও ধৌত হইয়া দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

আমরা বৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা দ্বারা ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে বৃষ্টি জলে নিরবচ্ছিন্ন উপকারও হইতেছে না, নিরবচ্ছিন্ন অপকারও হইতেছে না, তবে উপকারের ভাগ অপকারের ভাগ অপেক্ষা অনেক বেশী।

সংযুক্তাহরণ।

(২৫৭ সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর।)

হেনকালে তিন খানি স্বর্ণ চতুর্দ্দোল
প্রবেশিল সভাঙ্গনে, আনন্দ হিল্লোল
বহিল মধুর ধারে, পুলকে পূরিয়া
মাঙ্গলিক বাদ্যভাণ্ড উঠিল বাজিয়া,
উলু দিয়া শংখনাদ করে পৌরজন,
মঞ্চ হতে অবতীর্ণ হইল রাজন,
আগ্রহে চৌদল অগ্রে আসি দাণ্ডাইলা
সম্ভ্রমে বাহিকা চতুর্দ্দোল নামাইলা।
অমনি প্রথম আর তৃতীয় হইতে
অপসারি আস্তরণ নামিলা ভূমিতে
সুরলা মুরলা আলী, জলদ খসিয়া
পড়িল দামিনী ছাতি নয়ন ধাঁধিয়া!
আস্তিমান সভাজন! নৃপতি চরণে
নমে আলী, জয় ধ্বনি হৈল সভাঙ্গনে!
সসম্ভ্রমে দাণ্ডাইলা উঠি রাজগণ,
আসার ধারায় হয় পুষ্প বরিষণ!
মহা আনন্দের স্রোত পড়িল সভায়,
দিগ দর্শনের কাঁটা কোন্ দিকে ধায়?
দর্শকের আঁখি যুগ্ম ক্ষুধার্ত্ত চকোর,
অনিমেষে সুধাপান-বিভ্রমে বিভোর!
দ্বিতীয় চৌদল পার্শ্বে সম্ভ্রমে সত্বরে,
দাণ্ডাইলা আলী দ্বয়, সুকোমল করে
ধীরে ধীরে ঘুচাইলা অতি সন্তর্পণে,
মণিময় সুবিচিত্র কারু আস্তরণে।
তারকা খচিত ঘন নিবিড় অম্বর
ভেদিয়া সহসা করি তমসা অন্তর,
পূর্ণ শরদিন্দু-বিম্ব উদয় যেমন—
প্রশান্ত আলোকে পুলকিত ত্রিভুবন!
তেমতি আলোক ছটা সহসা ভাতিল,
মুগ্ধ জনগণ পরিমোহিত হইল!
অসুর পীড়নে যবে অস্থির হইয়া
আকুল অমর বৃন্দ, একত্রে মিলিয়া
বিরিঞ্চিরে বিবরিয়ে বলিলে সকল,
বিধাতা ভূতভাবন ভাবিয়া কৌশল
প্রত্যেকের তিলমিত তেজ রূপ হরি,
নির্ম্মাইলা তিলোত্তমা অনুপমা নারী!
রূপে ম্লান রবি চন্দ্র, দিক্ আলোকিত,
দৃষ্টি মাত্র দেববৃন্দ হইলা মূর্চ্ছিত!
মূর্চ্ছিত রাজন্যবর্গ সংযুক্তা দর্শনে,
বিজলী আহত যথা সুরতরু বনে!
ধীরে সম্বরিয়ে বাস হ্রীনম্র আননে,
উঠি প্রণমিলা বালা পিতার চরণে।
শিরোঘ্রাণ লয়ে নৃপ আশিষ করিলা।
মুরলা কাঞ্চন মালা আনি হাতে দিলা,
আপনি কনক ঝারী জল পূর্ণ করি
লইলা দক্ষিণ করে, বামে শংখ ধরি,
হাসি দাণ্ডাইল বামা; সুরলা সুন্দরী
দাণ্ডায় দক্ষিণে আসি, শোভে শিরোপরি
মাঙ্গলিক দ্রব্য পূর্ণ দিব্য হেম থাল—
বরণের ডালী, শুদ্ধ পূত চিরকাল!
কুশ হস্তে কুলাচার্য্য হয়ে আগুয়ান,
সভা প্রদক্ষিণ জন্য করিলা আহ্বান!
শরতে শারদা যথা হৈমপুর হতে
মহেশে ভেটিতে যান কৈলাসের পথে,

অগ্রে শিবদূত, জয়া, বিজয়া সুন্দরী
বিরাজে দক্ষিণ বামে, রূপে আলো করি,
চলিছেন দিশ দশ, শ্রীঅঙ্গ সৌরভে
গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, চরাচর সবে
পরিমুগ্ধ, অনুপম সুধীর চলনে
ধন্যা বসুন্ধরা, রূপ ধরে না ভুবনে!

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (রামায়ণ) কাল।

১২—জটিলা।

অদ্য যে গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, একটী উৎকৃষ্টস্বভাবা কামিনীর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, তাহা এক খানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। তাহার নাম রামায়ণ। মনুসংহিতা ও মহাভারত ইহা অপেক্ষা আধুনিক। মহাভারতের মূল অংশ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৪০০০ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বের রচিত। অতএব মূল রামায়ণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। এ বিষয়ে সাহেবেরা যাহা বলেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। উপক্রমণিকায় অধিক বাক্যাড়ম্বর না করিয়া একবারেই প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান সময়ের ৪০০০ চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জটিলা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তপশ্চরণ পুরঃসর দিনাতিপাত করিতেন। কিছুকাল পরে রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণে দণ্ডক ও পঞ্চবটী ভ্রমণ করিতে করিতে, অবশেষে জটিলার আশ্রমে গিয়া উপনীত হন। জটিলা শবরী। তিনি এক জন তপস্বিনী; তিনি মতঙ্গ মুনির শিষ্যগণের পরিচারিকা ছিলেন। মৃত্যু সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত অন্য তথ্য জানা যায় নাই। তাঁহার আশ্রম পম্পা নদীর নিকট বর্ত্তী ও নানা তরুশ্রেণী পরিবৃত হওয়ায়, নিতান্ত নির্জ্জন ও মনঃসংযমের উপযুক্ত স্থান ছিল। তিনি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তপোবন-মধ্যে সমাগত দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন ও পাদ্যার্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর রাম তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"হে তাপসী! তোমার কোন বিপদ্ তো নাই? তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে তো? তোমার আহার ও ক্রোধ তোমার স্ববশে নিয়মিত হইয়াছে কি? তুমি অন্তরের

স্বর্গলাভ করিয়াছ কি না? তুমি গুরুর যে পরিচর্য্যা করিয়াছ, তাহা তো সার্থক হইয়াছে?" জটিলা কহিলেন "আপনার সন্দর্শন হেতু অদ্য আমার তপঃসিদ্ধি হইল, আমার জন্মধারণ ও তপঃসাধন সফল হইল। হে পুরুষোত্তম রাম! অদ্য তোমার পূজা করিলে, আমার স্বর্গলাভও ঘটিবে। আমি যে সকল ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহাতেজাঃ মুনিগণের শুশ্রূষানিরত ছিলাম, তুমি অতুল-প্রভাশালী বিমান-যোগে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলে পর, তাঁহারা ত্রিদিবারূঢ় হইলেন এবং যাইবার কালে কহিয়া গেলেন, রাম এই আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। তাঁহাদের আদেশ ক্রমে আমি তোমাদের দুই জনের আতিথ্য সেবার অভিলাষিণী হইয়াছি। আমি তোমাদের নিমিত্ত পম্পাতীরোৎপন্ন ভূরি ভূরি আরণ্য ফল, মূল, কন্দাদি আনয়ন করিয়াছি।"

তৎপরে রামচন্দ্র শবরীকে কহিলেন, "তাপসী! আমি দনুর সকাশে তপস্বীদিগের মহিমা শ্রবণ করিয়াছি। যদি তুমি সম্মত হও, তবে এক্ষণে সেই মাহাত্ম্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষ করি।"

জটিলা।—নিবিড় মেঘ সদৃশ, মৃগ-পক্ষি-পরিপূর্ণ মতঙ্গ বন এই দেখুন। এখানে ধর্ম্মাত্মা তাপস-কুল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত বহ্নিতে নিজ নিজ দেহ আহুতি দিয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, প্রত্যক্স্থলী নামক বেদী। লোকারাধ্য সেই মহর্ষিরা এই বেদীতে কুসুমোপাহার দিতেন। এই বেদী আজ পর্য্যন্তও কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে! তাঁহারা স্নানের পর বৃক্ষোপরি বল্কল রক্ষা করিতেন। দেখুন, অদ্যাপি তাহা শুষ্ক না হইয়া কেমন অবস্থায় আছে! মুনিগণ পদ্ম ও অন্যান্য যে সকল পুষ্প দিয়া দেবারাধনা করিয়াছিলেন, এখনও সে গুলি ম্লান হইয়া যায় নাই। ভগবন্! সমগ্র বনভাগ আপনাকে দেখাইলাম। আপনার যাহা শুনিবার বিষয় ছিল, তৎ সমস্ত শুনাইলাম। এক্ষণে আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেই, আমি তনুত্যাগ করিতে পারি। যাঁহারা এই তপোবনের অধিস্বামী ছিলেন, এবং আমি যাঁহাদিগের সেবা করিয়াছি, এখন আমি তাঁহাদের সন্নিহিত হইবার ইচ্ছা করি।

সিদ্ধা শবরী জটিলার পূর্ব্বোল্লিখিত বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, দাশরথি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়াছ, এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলষিত স্থানে স্বচ্ছন্দে গমন কর।"

অতঃপর কৌপীন-ধারিণী ব্যাধকন্যা জটিলা, রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই অগ্নিকুণ্ডে নিজ শরীর পাতিত করিলেন। অনলে দগ্ধ হইবার সমকালে বিদ্যুৎবৎ তাঁহার দেহের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিভাসিত হইল। তাঁহার দেহের মধ্য হইতে একরূপ সদ্গন্ধ উদ্ভূত হইতে লাগিল।

মহাভারত-মধ্যে আর এক জটিলার

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি গৌতম বংশীয় এক ধর্ম্ম পরায়ণা কন্যা। তিনি ৭ সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই জটিলা অতি প্রাচীন কালের। কারণ, মহাভারতকার বলিয়াছেন, পুরাণে তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই জটিলা রামায়ণোক্ত জটিলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রামায়ণের জটিলা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহন করিয়াছিলেন, পাঠমাত্র প্রতীতি হইতে থাকে। দ্বাপরে কৃষ্ণের সমকালেও এক বৃদ্ধা জটিলার প্রসঙ্গ আছে। সেই প্রবীণা পুরন্ধ্রীও রামায়ণ বর্ণিত জটিলা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় যেখানে জটিলার উল্লেখ আছে, সেই খানেই তাঁহার বর্ষীয়সী মূর্ত্তি আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছে।

গত বারে ধার্ম্মিকা বিশিষ্টা দেবীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এবারেও ধর্ম্মিষ্ঠা জটিলার বিবরণ আলোচিত হইল। জটিলা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও গুরুশুশ্রূষা বিষয়ে অনেকেরই আদর্শস্থল। তিনি হীন জাতীয়া নারী হইলেও যে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, ইহাতেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, এই সময়ে দ্বিজ ভিন্ন অন্যান্য জাতিরাও ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিতেন। ফলতঃ জটিলা শবরী এক অদ্ভুত কামিনী। তপঃ প্রভাবে যিনি বহ্নি প্রবেশপূর্ব্বক নিজ তনুপ্রভায় চারি দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া পুণ্যলোকে গমন করিতে পারিয়াছেন, যিনি জন্ম কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার অলোকসামান্য প্রভাবই তাঁহার নাম জগতে দেদীপ্যমান রাখিয়াছে ও চিরযুগ তদ্রূপ রাখিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্ত ও স্ত্রীজাতি।

অক্ষয় বাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সকলেই কাতর। যিনি বঙ্গভাষার, বঙ্গদেশের এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অভাবে কেনই বা এদেশে ক্রন্দন রোল উত্থিত না হইবে? তাঁহারই লেখনীর বলে বঙ্গদেশে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের সাহায্য হইয়াছে, তাঁহারই লেখায় বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রহিত হইবার পক্ষে অনেক চেষ্টা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বিজ্ঞান ও সুনীতি প্রচারার্থ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, সে সমুদয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করা অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তিনি এদেশীয় স্ত্রীজাতির নিমিত্ত কি করিয়া গিয়াছেন,

তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহার আন্তরিক ভাবের পরিচয় প্রদানার্থ তাঁহারই রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার নিজের মূল রচনা পাঠে সকলেই বিশেষ আমোদিত হইবেন।

৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যখন নারীজাতির সুশিক্ষা ও প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে দত্ত মহাশয় প্রস্তাব লেখেন, তখন তদ্বিষয়ে অতি অল্প লোকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ধর্ম্মবিষয় সংসাধক হইলেও অক্ষয় বাবুর যত্নেই উহা বিবিধ বিষয়িণী পত্রিকা হইয়া উঠে। তিনি ১৭৬৮ শকের কার্ত্তিক মাসে লিখিয়াছেন ;—

"যতদিন এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত না হইবে, এবং তদ্দ্বারা সত্যাসত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মগ্রহণের অধিকারিণী না হইবে, ততকাল সম্যকৃরূপে এ দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

২।—উপরি উদ্ধৃত অংশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের ফলোপাধায়িতা সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মনীতি পুস্তকে তিনি কিরূপ উন্নত মত প্রকটন করিয়াছেন, তাহারও আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার মহোচ্চ অকপট হৃদয়ের আগ্রহাতিশয় ও সমধিক ঔৎসুক্যের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রতীয়মান হইতে থাকে।

"শিশুগণ সচরাচর যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়, মাতাকে সর্ব্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। বায়ু বহিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চন্দ্র ও সূর্য্য উদিত হইতেছে, নক্ষত্র সকল প্রকাশ পাইতেছে, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় দৃষ্টি করিয়া তাহারা জননী, পিতামহী মাতামহী প্রভৃতিকে সে সমুদায়ের কারণ সততই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাঁহারা এ সমস্ত স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারের কিছুই অবগত নহেন, তত্তদ্বিষয়ে যে সকল প্রগাঢ় সংস্কার তাঁহাদের অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে, শিশুগণকে তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে শৈশব কালেই অশেষ বিধ কুসংস্কারের মূল লোকের চিত্ত-ভূমিতে রোপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব ** স্ত্রীলোকদিগের পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত ও স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিষয় অধ্যয়ন করা বিধেয়।"

পুনরায় তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন,—জ্যোতিষ, শারীরস্থান, শারীর বিধান প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানাদি উচ্চ উচ্চ বিষয় শিক্ষা না দিলে, রমণী কুলের উন্নতি প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয় বাবু বক্তৃতা পাঠে যখন ব্যাপৃত আছেন, তখনও তিনি রমণীজাতির দুরবস্থা বিস্মৃত হন নাই। সমাজের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তস্বরে সর্ব্বসধোরণ সমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন,—

"প্রাচীনেরা যাহাদিগকে গৃহের শ্রী স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদিগের অজ্ঞানাবৃত চিত্তভূমিতে যখন অশেষ দোষাকর কুসংস্কার-রূপ

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৫ শক, আষাঢ়, ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা অথবা বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, ২৩৩ পৃষ্ঠা দেখ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৮ সংখ্যা | আষাঢ়—১২৯৩—জুলাই ১৮৮৬। | ৩য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অর্দ্ধশতাব্দী রাজত্ব—গত ২১এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বের ৪৯ বর্ষ পূর্ণ হইয়া ৫০ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের অল্প রাজা এতদিন সিংহাসন ভোগ করিয়াছেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ৩য় জর্জের রাজত্ব ৬০ বৎসরব্যাপী হইলেও প্রায় ২০ বর্ষ তিনি পাগল অবস্থায় ছিলেন এবং যুবরাজই রাজ্যশাসন করেন। বিশ্বরঞ্জন ধার্ম্মিকা মহারাণীর জয় হউক, ইহা সকলেরই প্রার্থনা।

পার্লেমেণ্ট পুনর্গঠন—ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন আয়র্লণ্ড শাসন ব্যবস্থার যে পাণ্ডুলিপি করিয়াছেন, তাহা পার্লেমেণ্টের গ্রাহ্য না হওয়াতে মহারাণী পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ করিয়াছেন। পার্লেমেণ্ট ও মন্ত্রি সভা আবার নূতন সংগঠিত হইবে।

রোমের নেকড়িয়া—রোমের স্থাপন কর্ত্তা রমুলাস ও রিমাস নেকড়িয়া কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়াতে রোমের কাপিটল পর্ব্বতে আড়াই হাজার বৎসরের অধিক কাল একটী করিয়া নেকড়িয়া সাদরে রক্ষিত হইত। বাঘিনীর চীৎকারে নগরবাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় বলিয়া এই প্রথা এখন রহিত করা হইয়াছে।

আনন্দ যশী বাই—আমেরিকাতে

আর ৪ মাস থাকিয়া ইংলণ্ডে যাইবেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া কোলাপুরের নবপ্রতিষ্ঠিত স্ত্রী-হাঁসপাতালের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

শোক সভা—পরলোকগত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের জন্য শোক প্রকাশার্থ বালীগ্রামবাসীরা সর্ব্বপ্রথমে সভা করেন। সভাবাজার রাজবাটীতেও নগরবাসী অনেকে মিলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। মহানগরে আর একটা বৃহৎ সভা হইবার স্থচনা হইতেছে। আমরা আশা করি হৃদয়বতী মহিলাগণ এ সময় কিছু না করিয়া নিরস্ত থাকিবেন না।

জলের দুগ্ধত্ব— সঞ্জীবনী কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন;—পূর্ব্বগত শনিবার অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি রাজার দীর্ঘিকা জল দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে বোতলে পুরিয়া এই জল রাখিয়া দিয়াছে। তথাকার ডেপুটী কমিশনার ও ডাক্তার ঐ জল পরীক্ষার্থ লইয়া গিয়াছেন। (২৩ জ্যৈষ্ঠ)

বৃক্ষের গতি—এডুকেশন গেজেটের বর্দ্ধমানস্থ এক সংবাদদাতা বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক লিখিয়াছেন;—"জাহানাবাদ সব ডিবিজনের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে একটী অতীব বিস্ময়জনক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। পুষ্করিণীর তীরস্থ একটী ঈষৎ নমিত খর্জ্জুর বৃক্ষ প্রাতঃকাল হইতে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে নমিত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় উহার পত্রসমূহ জলে পতিত হয়; পরে ক্রমে উঠিয়া রাত্রিতে সরল ভাবে পুনরায় দণ্ডায়মান হয়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া প্রদেশীয় লোক সমূহ বৃক্ষে দেবতাবিশেষের আবির্ভাব জ্ঞানে দলে দলে পুষ্পমূলে উপস্থিত হইতেছে।" সকল প্রাকৃতিক ঘটনারই প্রাকৃতিক কারণ আছে। অজ্ঞ লোকে তাহা দেবতার বুজরুকী মনে করে।

শিশুর জন্মমৃত্যু—প্রতি বর্ষে পৃথিবীতে ৪ কোটী ৩০ লক্ষ শিশু জন্মে এবং ৩ কোটী ৯০ লক্ষ মরিয়া যায়। এই হিসাবে প্রতিদিন ১১৭৮০৮, প্রতিঘন্টায় ৪৮০০ ও প্রতিমিনিটে ৮০ টী শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং প্রতিদিন ১০৬৪৮০, প্রতি ঘণ্টায় ৪৪৪০ ও প্রতি মিনিটে ৭৪টী শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রতি মিনিটে জাত ৮০ টীর মধ্যে ৬টী মাত্র বাঁচে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের মধ্য হইতেও এক একটী করিয়া মৃত্যুর কবলে যায়। এক-আধটী যাহা যমের ভুক্তাবশিষ্ট থাকে, তাহা লইয়াই মনুষ্যসমাজ!

আশ্চর্য্য প্রসব—এক জর্ম্মণ রমণী ১১ মাসের মধ্যে দুইবার প্রত্যেক বারে ৩টীকরিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

রেলগাড়িতে স্ত্রীশকট—ইষ্টইণ্ডিয়ার ন্যায় ইষ্ট বেঙ্গল রেল লাইনেও স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে, শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। এ বিষয়ে আউড রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ব্যবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তথায় স্ত্রীগাড়ীতে এক একটী স্ত্রী গার্ড বা পারিচারিকা নিযুক্ত আছে,

বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কালকবলে নিষ্ঠুররূপে নিহত হইতে লাগিল। এই রূপে কিছুকাল গত হইলে ও অসংখ্য বালিকার প্রাণ নাশ হইলে, একদিন রাজমন্ত্রীর কুমারী কন্যার পালা উপস্থিত হইল। বিমর্ষ চিত্তে উজির বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, নয়নাশ্রুতে তাঁহার কপোল দেশ অভিষিক্ত হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার কন্যা সাহারজাদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কন্যা পিতাকে অনেক প্রকারে অভয় দান করিলেন, কিন্তু পিতার স্নেহময় হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। যাহাহউক, রাজার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় সুতরাং সূর্য্যাস্তের পরেই সাহারজাদী রাজনিকেতনে প্রেরিত হইলেন। গমনকালে সহাস্যবদনে ও প্রফুল্ল মনে সাহারজাদী আপন পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অদ্যকার রজনী রমণী জাতির আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার প্রশস্ত সময়; অদ্যকার রজনী প্রভাত হইলে আপনি দেখিবেন এদেশে আর কখনও কোনও কালে রাজকীয় আদেশে নারী জাতির প্রাণ বিনষ্ট হইবেনা"। সাহারজাদী এই কথা বলিয়া বাদসাহের প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

উজিরকুমারী বাদসাহের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন* "মহারাজ! আপনার অলঙ্ঘনীয় আদেশ অদ্যকার রজনীতে আমাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে এ অধীনীর একটী বৎসামান্য প্রার্থনা আছে। আমি একটি সুন্দর ও শ্রবণমধুর উপন্যাস জানি; আপনার ন্যায় শিক্ষিত, সাহিত্যপ্রিয় ও গুণগ্রাহী নরপতিরাই একমাত্র এরূপ উপন্যাস শ্রবণ করিবার যোগ্য পাত্র। বাদসাহ গল্প শুনিতে বসিলেন। রূপবতা, গুণবতী, বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যাবতী সাহারজাদী সেই সুন্দর, সারগর্ভ এবং সুশ্রাব্য গল্প বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রিশেষ হইল, তবুও গল্প শেষ হইল না। কৌতুহলবিভ্রান্ত বাদসাহ সেই গল্প পররাত্রে শ্রবণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং সেই জন্য সাহারজাদীর জীবন রক্ষার আদেশ দিলেন। প্রতি রাত্রির শেষে বালিকার বুদ্ধিকৌশলে গল্পটি এরূপ ভাবে অসম্পূর্ণ

* পাঠান্তরে বর্ণিত আছে সাহারজাদী তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা দিনারজাদীকে সেই রাত্রি নিকটে থাকিবার জন্য বাদসাহের নিকট শেষে প্রার্থনা করেন। বাদসাহ অনুমতি দান করিলে রাত্রিশেষে দিনারজাদী দিদীর নিকট একটী গল্প শুনিতে চান। বাদসাহ সেই গল্প শুনিয়া এত মোহিত হন যে পররাত্রে তাহার অবশিষ্ট ভাগ শুনিবার অভিলাষে এক দিনের জন্য মহিষীর প্রাণ নাশের বিলম্ব করেন। ক্রমে গল্পের মোহন মন্ত্রে বশীভূত হন। সাহারজাদীর বুদ্ধি হইতেই এই অদ্ভুত আত্মরক্ষা কৌশলের সৃষ্টি হয় এবং আরব্য উপন্যাস এই অদ্ভুত কৌশলের পূর্ণ বিকাশ।

করিয়া রাখা হয় যে তাহার অপরাংশ শুনিবার জন্য মন নিতান্তই ব্যগ্র হইয়া উঠে। এইরূপে গল্পের মৌলিক বৃত্তান্তে এবং তাহার শাখা প্রশাখায় দুই বৎসর নয়মাস এবং এক দিন অর্থাৎ একসহস্র একদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যে দিন উপন্যাসের উপসংহার হইল, সেই দিন বাদসাহ বলিলেন "অদ্য হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমার রাজ্যে আর যেন অত্যাচার না হয় এবং সাহারজাদী যাবজ্জীবন রাজকীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজমহিষীরূপে পরিগণিতা হইবেন।" প্রথিত আছে, সাহারজাদী মহিষী পদে বরিতা হইয়া পরম সুখে প্রজাপালন করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আর্ম্মেডিলো। *

জগদীশ্বর পৃথিবীর কোন্ স্থানে যে কিরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থনিচয় সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? মনুষ্যেরা এ পর্য্যন্ত যে সকল পশুর বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত আছে, তন্মধ্যে প্রায় সকলেরই শরীরের উপরিভাগ চর্ম্ম ও লোম দ্বারা আবৃত। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে জীবের বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার সর্ব্বাঙ্গ অস্থিময় আচ্ছাদনীতে পরিবৃত আছে। ইহা আপাততঃ অনেকেই স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যে যে মহান শিল্পকর এই অদ্ভুত প্রাণী সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা যে কোন প্রাণীর বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহাতেই তাঁহার অনন্ত কৌশল ও অভাবনীয় রচনা নৈপুণ্য দেখিতে পাই। যে পশুর বিষয় উল্লিখিত হইল তাহার নাম আর্‌মেডিলো। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে। পৃথিবীর অন্য কোন অংশে এই পশু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ এবং পুচ্ছ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত অঙ্গই অস্থিময়, কেবল গলদেশ, বক্ষঃস্থল ও উদর এক প্রকার ধবল বর্ণের সুকোমল চর্ম্ম দ্বারা আবৃত আছে, কিন্তু তাহা সাধারণ চর্ম্মের ন্যায় নহে, তাহাকে উপাস্থি বলা যায়। বাস্তবিকও আরমেডিলোর যে কোন অঙ্গ সর্ব্বদা বায়ুসংলগ্ন হয়, এবং কোন প্রকারে ঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তথাকার শ্বেতচর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অস্থিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পশুর মধ্যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে অতি

* ১৪৪ সংখ্যা বামাবোধিনীর "আর্ম্মেডিলো বা বর্ম্মধারী" প্রস্তাব দেখ।

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি গৌতম বংশীয় এক ধর্ম্ম পরায়ণা কন্যা। তিনি ৭ সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই জটিলা অতি প্রাচীন কালের। কারণ, মহাভারতকার বলিয়াছেন, পুরাণে তাঁহার বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এই জটিলা রামায়ণোক্ত জটিলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। রামায়ণের জটিলা চিরকৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহন করিয়াছিলেন, পাঠমাত্র প্রতীতি হইতে থাকে। দ্বাপরে কৃষ্ণের সমকালেও এক বৃদ্ধা জটিলার প্রসঙ্গ আছে। সেই প্রবীণা পুরন্ধ্রীও রামায়ণ বর্ণিত জটিলা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আশ্চর্য্যের বিষয় যেথানে জটিলার উল্লেখ আছে, সেই খানেই তাঁহার বর্ষীয়সী মূর্ত্তি আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছে।

গত বারে ধার্ম্মিকা বিশিষ্টা দেবীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এবারেও ধর্ম্মিষ্ঠা জটিলার বিবরণ আলোচিত হইল। জটিলা ধর্ম্মনিষ্ঠা ও গুরুশুশ্রূষা বিষয়ে অনেকেরই আদর্শস্থল। তিনি হীন জাতীয়া নারী হইলেও যে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, ইহাতেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, এই সময়ে দ্বিজ ভিন্ন অন্যান্য জাতিরাও ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিতেন। ফলতঃ জটিলা শবরী এক অদ্ভুত কামিনী। তপঃ প্রভাবে যিনি বহ্নি প্রবেশপূর্ব্বক নিজ তনুপ্রভায় চারি দিক্ প্রদীপ্ত করিয়া পুণ্যলোকে গমন করিতে পারিয়াছেন, যিনি জন্ম কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার অলোকসামান্ত প্রভাবই তাঁহার নাম জগতে দেদীপ্যমান রাখিয়াছে ও চিরযুগ তদ্রূপ রাখিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্ত ও স্ত্রীজাতি।

অক্ষয় বাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সকলেই কাতর। যিনি বঙ্গভাষার, বঙ্গদেশের এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অভাবে কেনই বা এদেশে ক্রন্দন রোল উত্থিত না হইবে? তাঁহারই লেখনীর বলে বঙ্গদেশে অসবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের সাহায্য হইয়াছে, তাঁহারই লেখায় বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রহিত হইবার পক্ষে অনেক চেষ্টা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বিজ্ঞান ও সুনীতি প্রচারার্থ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, সে সমুদয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করা অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তিনি এদেশীয় স্ত্রীজাতির নিমিত্ত কি করিয়া গিয়াছেন,

তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহার আন্তরিক ভাবের পরিচয় প্রদানার্থ তাঁহারই রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহার নিজের মূল রচনা পাঠে সকলেই বিশেষ আমোদিত হইবেন।

৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যখন নারীজাতির সুশিক্ষা ও প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান প্রাপ্তি বিষয়ে দত্ত মহাশয় প্রস্তাব লেখেন, তখন তদ্বিষয়ে অতি অল্প লোকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ধর্ম্মবিষয় সংসাধক হইলেও অক্ষয় বাবুর যত্নেই উহা বিবিধ বিষয়িণী পত্রিকা হইয়া উঠে। তিনি ১৭৬৮ শকের কার্ত্তিক মাসে লিখিয়াছেন;—

"যতদিন এই ভারতবর্ষীয় অবলারা বিদ্যার আলোক প্রাপ্ত না হইবে, এবং তদ্দ্বারা সত্যানত্যের জ্ঞান লাভ করিয়া যথার্থ ধর্ম্মগ্রহণের অধিকারিণী না হইবে, ততকাল সম্যক্‌রূপে এ দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই।"

২।—উপরি উদ্ধৃত অংশে স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের ফলোপাধায়িতা সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মনীতি পুস্তকে তিনি কিরূপ উন্নত মত প্রকটন করিয়াছেন, তাহারও আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার মহোচ্চ অকপট হৃদয়ের আগ্রহাতিশয় ও সমধিক ঔৎসুক্যের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রতীয়মান হইতে থাকে।

"শিশুগণ সচরাচর যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়, মাতাকে সর্ব্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। বায়ু বহিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চন্দ্র ও সূর্য্য উদিত হইতেছে, নক্ষত্র সকল প্রকাশ পাইতেছে, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় দৃষ্টি করিয়া তাহারা জননী, পিতামহী মাতামহী প্রভৃতিকে সে সমুদায়ের কারণ সততই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। তাঁহারা এ সমস্ত স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপারের কিছুই অবগত নহেন, তত্তদ্বিষয়ে যে সকল প্রগাঢ় সংস্কার তাঁহাদের অন্তঃকরণে আরূঢ় হইয়া রহিয়াছে, শিশুগণকে তাহাই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহাতে শৈশব কালেই অশেষ বিধ কুসংস্কারের মূল লোকের চিত্ত-ভূমিতে রোপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব ** স্ত্রীলোকদিগের পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত নানাজাতীয় পুরাবৃত্ত ও স্বদেশীয় সামাজিক ব্যবস্থার বিষয় অধ্যয়ন করা বিধেয়।"

পুনরায় তৎ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন,—জ্যোতিষ, শারীরস্থান, শারীর বিধান প্রভৃতি বিবিধ বিজ্ঞানাদি উচ্চ উচ্চ বিষয় শিক্ষা না দিলে, রমণী কুলের উন্নতি প্রত্যাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয় বাবু বক্তৃতা পাঠে যখন ব্যাপৃত আছেন, তখনও তিনি রমণীজাতির দুরবস্থা বিস্মৃত হন নাই। সমাজের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তস্বরে সর্ব্বসধারণ সমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন,—

"প্রাচীনেরা যাহাদিগকে গৃহের শ্রী স্বরূপা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহাদিগের অজ্ঞানাবৃত চিত্তভূমিতে যখন অশেষ দোষাকর কুসংস্কার-রূপ

---

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭০ শক, আষাঢ়, ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা অথবা বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বিষবৃক্ষ সকল বদ্ধমূল হইয়া গরলময় ফল উৎপাদন করিতেছে, তখন আর তাহাদের শ্রী রহিল কোথায়? তাহারাই যদি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী না হইল, মনঃকল্পিত কাল্পনিক ধর্ম্মকূপে নিমগ্ন থাকিল, বিবিধ প্রকার কুসংস্কার পাশে বদ্ধ থাকিয়া, অ-মানব-বৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত রহিল, তবে কিরূপেই বা আমাদের সাংসারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে? কিরূপেই বা আমাদের বাসগৃহ সুখ ও শান্তির আধার হইবে? তাহাদের স্বভাবদোষে আমাদের সন্তানগণের সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন হইয়াছে। তাহারা না আপনার, না আপন সন্তান সন্ততির, না আত্মীয় স্বজনেরই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে সমর্থ। অজ্ঞান তাহাদের রোগের মূলীভূত রোগ। * * * আমাদের গৃহ ছায়াতপে বিচ্ছিন্ন; এক ভাগে উজ্জ্বল জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ, অন্যভাগে অজ্ঞান-রূপ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াই রহিয়াছে। হে পরমাত্মন্! এরূপ বিষম বৈষম্য কিরূপে, কত দিনে দূরীকৃত হইবে, তুমিই জান।"

৪।—"বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থেও তিনি নারীগণের উন্নতি বিষয়ে বিস্তর আন্দোলন করিয়াছেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা গেল না। অবলাদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে কয়েকজন সহৃদয় মহাত্মা ইহার জন্য প্রগাঢ় চিন্তা ও চেষ্টা করেন অক্ষয় বাবু তন্মধ্যে একজন। রামমোহন রায় মহোদয় এতদ্দেশের কামিনীকুলের হিতার্থে অবিশ্রান্ত চিন্তা ও যত্ন করিতেন; তাঁহার মৃত্যু ঘটনায় রমণীকুলের উন্নতি চেষ্টার অন্তরায় হইল বলিয়া দত্ত মহাশয়ের প্রাণ কাঁদিয়া ছিল। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিমাত্র পাঠ করিলেই, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

"ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার (যে রাজা রামমোহন রায়ের) অন্তঃকরণের একটী প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে, শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও, তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত ব্যবস্থা (সহমরণ প্রথা) ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোকসন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুবারি সমস্তই নিবারণ পূর্ব্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান— * * তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ।"

অবলাদের কল্যাণোদ্দেশে দত্ত মহাশয় কিরূপ ব্যাকুল—কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত, লিখিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাওয়া বৃথা। সরল মনের সাগ্রহ ভাব কথায় হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহার মনের ভাবের সঙ্গে একীভূত হইতে না পারিলে, তাহার সার্থকতা বুঝিবার উপায় কোথায়? স্ত্রীজাতির ক্লেশবিমোচনার্থেই রাজা রামমোহন রায় সচেষ্ট ছিলেন। এস্থলে রাজার সেই গুণগ্রাম স্মরণ করাতে, অক্ষয় বাবু স্ত্রীজাতিরই মর্ম্মবেদনায় কাতর, অনায়াসেই প্রতীতি জন্মে। এ বিষয়ে দত্তজের মত বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক রচনা করিতে হয়। যাঁহাদের উহা সবিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা তৎপ্রণীত ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করুন।

হ্রস্ব দৃষ্টি, দীর্ঘ দৃষ্টি ও চসমা।

পাঠিকাগণ! আমাদের সজীব ফটোগ্রাফ বা চক্ষু সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে অনেকআশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। এ স্থলে চক্ষু সম্বন্ধে কেবল আর একটি বিষয় বলিব। আপনারা সকলেই অনেককে চসমা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন,—আজকাল দেখিতেছি আমাদের কোমলস্বভাবা, ক্ষীণাঙ্গী ভগিনীদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাড়নায় মস্তিক বিলোড়ন করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছেন, চিরদিনের মত চক্ষুর সর্ব্বনাশ করিয়া উপাক্ষি দ্বারা সুন্দর নয়নকে ঢাকিতেছেন, এজন্য প্রস্তাবের উপসংহারকালে চস্মার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কর্ণিয়া নামক স্বচ্ছাবরণের কেন্দ্র হইতে সমগ্র চক্ষুর মধ্যভাগ দিয়া রেটিনা পর্য্যন্ত এক কল্পিত রেখাকে চক্ষুর অক্ষরেখা (axis) কহে। কাহারও কাহারও স্বভাবতঃ এই অক্ষরেখা অধিক লম্বা হয় অর্থাৎ কর্ণিয়া ও ক্রিষ্টালাইন হইতে রেটিনা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে হয় সুতরাং চক্ষুর ভিতর বক্রগামী রশ্মি সমূহ রেটিনায় পহুছিবার পূর্ব্বেই মিলিত হয়—অর্থাৎ তাহাদের অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনায় না হইয়া তাহার সম্মুখে হয়; এই জন্য তাঁহারা কেবল খুব নিকটের পদার্থ দেখিতে পান;—ইহাকে হ্রস্ব দৃষ্টি (short sight or Myopia) কহে। আর এক কারণে এই হ্রস্ব দৃষ্টি হইয়া থাকে এবং এই কারণই সচরাচর ছাত্রদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর অনুচিত পরিশ্রম, রাত্রিতে অল্পালোকে পাঠ এবং পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর চক্ষুর খুব নিকটে ধরিয়া পাঠের অভ্যাস বশতঃ ক্রিষ্টালাইনের ন্যুব্জতার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এস্থলেও অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনার সম্মুখে হয়। এই হ্রস্ব দৃষ্টি প্রতিকারের জন্য এক প্রকার চস্মা ব্যবহার হয়, তাহার কাচ কুব্জাকার (concave) এই জন্য ইহার দ্বারা অধিশ্রয়ণ বিন্দুর দূরত্বের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং রেটিনার উপর পড়ে।

আবার কাহারও কাহারও অক্ষরেখা ছোট অর্থাৎ রেটিনা ক্রিষ্টালাইনের খুব নিকটে; সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে অধিশ্রয়ন বিন্দু রেটিনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা দূরের জিনিষ দেখিতে পান, নিকটের পদার্থ ভাল দেখিতে পান না। ইহাকে দীর্ঘ দৃষ্টি (Long sight or Presbyopia) কহে। বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্রিষ্টালাইনের ন্যুব্জতার হ্রাস হওয়াতেও দীর্ঘ দৃষ্টি হইয়া থাকে; এই কারণেই বৃদ্ধদিগকে এক

প্রকার চস্মা ব্যবহার করিতে হয়, যাহার কাচ সূচ্যাকার (conex) এবং যতই বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি হয়, ততই ক্রিষ্টালাইনের সূক্ষ্মতার হ্রাস হয়, সুতরাং চসমার কাচের সূক্ষ্মতার মাত্রা বাড়াইতে হয়।

আমাদের প্রবন্ধ শেষ হইয়া আসিল; চক্ষুর গঠনে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল দেখিলাম—আরো দেখিবার কত রহিল—যত দেখিব ততই স্তব্ধ হইয়া যাইব—অহঙ্কারী মস্তক কৃতজ্ঞভরে সর্ব্ব-নিয়ন্তার চরণে লুটাইয়া পড়িবে—তাঁর অসীম জ্ঞানের কণামাত্রের আভাস পাইয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাইব। কিন্তু হায়! বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিজ্ঞান-দাম্ভিক পণ্ডিত জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যিনি অনন্ত জ্ঞানের উৎস তাঁহার সৃষ্টি কৌশলে ভ্রম অন্বেষণ করিয়া থাকেন;—অনীশ্বরবাদী দাম্ভিক নাস্তিক দর্প-ভরে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে সরাইয়া দিতে চাহেন! ভ্রান্ত মানুষ! ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞান লইয়া কি অহঙ্কার কর? তোমার সাধ্য কি সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত জ্ঞান কৌশলের সমালোচনা কর?—একটি বালুকণাতে যে দুরবগাহ কৌশল নিহিত রহিয়াছে, যুগ যুগান্তের চেষ্টাতেও তাহার সকল জানিতে সক্ষম হইবে না। পরিমিত জ্ঞানের অন্ত হইয়া যাইবে, সে অনন্ত জ্ঞানের কণা মাত্রও ধারণা করিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র জ্ঞানের জাল বিস্তার করিয়া অনন্তকে আয়ত্ত করিতে গিয়া আপনার জালে আপনাকেই জড়াইয়া ফেলিবে। তাই বলি :—

"তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সরল দৃষ্টিতে
দেখি যবে, দেখি বিশ্বদেব! প্রাণরূপে
বিরাজিত, প্রাণরূপী অন্তরে বাহিরে!
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে,বিশ্বধামে,দ্যুলোক, ভূলোকে
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ।"

সায়ারা লিয়ন্।

এই প্রদেশ সেনিগেম্বিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব, উত্তর গিনিতে। ইহা উত্তর অক্ষরেখার ৮৷৹ ডিগ্রী, ও পশ্চিম দ্রাঘিমার ১৩ ডিগ্রীতে অবস্থিত। ফ্রিটাউন্ ইহার প্রধান নগর। এই নগরের পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্রতীর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ২,৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী শোভা পাইতেছে। সুতরাং বলা বাহুল্য এই গিরি ঢালুতায় তত্রত্য জল বায়ুর বিভিন্নতা হয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ইয়ুরোপীয় উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। আশ্চর্য্য, ইয়ুরোপীয়েরা প্রায় এক শত বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া-

সঙ্কুল নিম্নস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাস্থ্যকর পর্ব্বতময় স্থানে একটি বই আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন নাই। এই প্রদেশ অতিশয় অপরিষ্কার; বিদেশীয়দিগের বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে ইহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর; এই নিমিত্ত ইহা "শ্বেতকায়দিগের সমাধিক্ষেত্র" বলিয়া অভিহিত হয়। এখানে বর্ষা পাঁচ মাস, অর্থাৎ জুন হইতে আরম্ভ হইয়া অক্টোবরে শেষ হয়। বর্ষায় ২১৩ দিন ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি হইতে থাকে, এবং ঝটিকা প্রাত্যহিক ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনবরত বারিধারা পাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য এরূপ সুন্দর হয়, যে সায়রা লিয়ন্‌কে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বর্গ বলিয়া বোধ হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে যে উদ্ভিদ জন্মে, এই প্রদেশে তৎসমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রিটাউন নগরটি নানাশোভায় সুশোভিত। ইহাতে অনেক ভজনালয় আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী কর্ত্তৃক নিযুক্ত এখানে এক জন "বিশপ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ আছেন, তিনি আবার তথাকার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য। খৃষ্টধর্ম্ম এখানে জীবনশূন্য। শিক্ষিত কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা রবিবারে উপাসনাকালে গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা সুদূরে রাখিয়া নিদ্রাবেশে অভিভূত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকের অনেকে উপাসনায় না হউক, সঙ্গীতে যোগ দান করিয়া থাকে।

এখানকার লোকদিগের দেহের বর্ণ বা জাতি সম্বন্ধে কোনও কথা কোন বিদেশীয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইলে, উহারা তদ্দণ্ডে উল্লেখকারীর শাস্তিবিধানে তৎপর হয়। শ্বেতকায় পুরুষদিগের সংখ্যা এখানে একশতের অধিক নহে।

নিগ্রো জাতি সাতিশয় পরিচ্ছদপ্রিয়। চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদের জন্ত তাহারা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের পরিচ্ছদের নূতন ফ্যাসন এখানে শুধু অনুকৃত হয় না, সেগুলির আড়ম্বর আরও বাড়ান হয়। ভদ্রমহিলাগণ রেশমী পরিচ্ছদ ও অত্যুজ্জ্বল রৌদ্রনিবারক ক্ষুদ্র ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যৌবনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রে কাল বনাতের পোষাক, উজ্জ্বল গলাবন্ধ, বিস্তবক টুপী ও বুট জুতাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। নীতি সম্বন্ধে ইহারা বড় শিথিল। বলিতে কি ইহারা যত শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন, ততই দুর্নীতিসূচক কার্য্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। আমাদিগের বিবেচনায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকদিগের চেষ্টা এই প্রদেশে বড় ফলপ্রদ হয় নাই। শুধু গির্জ্জায় যাইলেই যদি ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তাহা হইলে, ইহারা ধার্ম্মিক, শুধু বাইবেল লইয়া কথোপকথন করিলে যদি সাধুচরিত্র হওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারাও সেরূপ। বালিকা ব্যবসায়ী নরাধমেরাও রবিবারে ভজনালয়ে গিয়া থাকে। যুবতীগণ অর্থলোভে অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিক্রয়

করিয়া থাকে। আফ্রিকাখণ্ড কি যত অনর্থের মূল! আলেকজান্ড্রিয়ার মত এমত কদর্য্য স্থান (নীতি সম্বন্ধে) বোধ হয় ধরাধামে দ্বিতীয় আর নাই। আবার এখানে আমরা সায়রালিয়নের বিষয় পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলাম। ঈশ্বর! এই স্থানগুলির কি মুক্তি হইবে না? তোমার আশীর্ব্বাদ কি ইহাদিগের পাষাণ হৃদয় ভেদ করিবে না? ইংরাজ তুমি সুসভ্য; তোমার সমক্ষে এমত ঘোর পাপাচরণ হইতেছে তুমি কি দেখিতেছ না? যদিই দেখিয়া থাক, তাহা হইলে ইহার কি প্রতিবিধান করিতেছ? এখানে শিক্ষিত নিগ্রো উকীল ও চিকিৎসকগণ ইংরাজ রমণীদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করে। এখানকার ইংরাজদিগের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। ইহাদিগের রীতি নীতি এতদূর পর্য্যন্ত দূষণীয় যে, সুসভ্য ইংরাজ জাতির ইহারা কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য।

খ্রীষ্টীয় বা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর, নিগ্রোরা আইন পড়িতে আরম্ভ করে, কারণ আইন ইহাঁদিগের প্রিয় পাঠ। আইনের বই পকেটে লুকান থাকে, বিষয় কর্ম্ম করিতে করিতে ইহারা মাঝে মাঝে লুকাইয়া উহা পাঠ করিয়া থাকে। ইহারা অপমান ভয় শূন্য, সাধুতা বিবর্জ্জিত ও পরছিদ্র অনুসারী। যদি কোন শ্বেতকায় কোন নিগ্রোকে 'নিগার' বলে, তাহা হইলে সে তদ্দণ্ডে উকীল ডাকিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়া ৫ পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করায়। আমরা বাঙ্গালী আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা নিগ্রোদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কিন্তু একই ইংরাজ-রাজত্বে কত ইংরাজ দিনের মধ্যে আমাদিগকে কতবার "নিগার" বলিতেছে, কাহার কয়বার জরিমানা হইয়া থাকে?

কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ যে সকল স্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে, এ প্রদেশের নিগ্রোরাও তাহা করে। আমাদিগের দেশে কি এরূপ কখনও হইয়া থাকে? ইলবার্ট বিলের সময় ইহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

নিগ্রোরা চিরাগত দাসত্বপ্রিয়তা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কেরাণীগিরি বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও সুখের পরাকাষ্ঠা।

নিত্য পঞ্জিকা।

আষাঢ়।

১। সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।

২। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র নদীদিগের কি দুর্দ্দশা! সমুদ্রের সহিত যোগ নাই বলিয়া তাহারা শুষ্ক ও অদৃশ্য হইয়া যায়। পুণ্যের সাগর ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ না থাকিলে মনুষ্যের ক্ষুদ্র ধর্ম্মজীবন শুকাইয়া বিনষ্ট হয়।

৩। অনুতাপের অশ্রুতে পূত না হইলে চক্ষু নির্ম্মল হয় না ও স্বর্গরাজ্যের শোভা দর্শন করিতে পারে না।

৪। আত্মচিন্তা কর, আত্মপরীক্ষা কর, আপনার দুর্ব্বলতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বলের আশ্রয় লও।

৫। যাচ্ঞা কর প্রাপ্ত হইবে, ডাক উত্তর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

৬। যে রোগের কোন ঔষধ নাই, সহিষ্ণুতাই তাহার মহৌষধ।

৭। জীবন পথে চলিতে চলিতে যদি শ্রান্ত হইয়া থাক, সাধুসঙ্গ নামে পান্থ ধামে বিশ্রাম কর। যদি পথহারা হইয়া থাক, এই পান্থশালাবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, গম্য পথ জানিতে পারিবে।

৮। জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে কখনও ক্লান্ত হইও না, সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিও না। চন্দ্র পূর্ণিমার রজনীতে জগৎকে হাসাইয়া সকলের প্রফুল্ল দৃষ্টির সম্মুখে যেমন নদী সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত করে, অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবিয়াও আপনার কার্য্যসাধনে সেইরূপ তৎপর।

৯। হৃদয়দাসী সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর বিচারক ও ফলবিধাতা, তাঁর দৃষ্টির নিকটে খাঁটি থাকিয়া তাঁর প্রসন্নতা লাভ কর।

১০। সুখ ও সৌভাগ্য অনেক সময় দুঃখের মধ্যে পাতা চাপা থাকে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত একটু অপেক্ষা করিলেই সুফল লাভ হয়।

দর্পহারী বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর! আমি না বুঝিয়া আপনার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞানবুদ্ধি ও ধর্ম্মবলের অহঙ্কার করিয়া জীবনপথে চলিতে গিয়াছিলাম, দেখি এখন ঘোর দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছি। আমার শরীর ক্ষীণ, মন অবসন্ন, হৃদয় মলিনভাবে আচ্ছন্ন। দুদিন যাইতে না যাইতে আমার শুভসঙ্কল্প সাধুপ্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? আমি রিপুর অধীন ও পাপের কিঙ্কর হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। প্রভু রক্ষা কর, রক্ষা কর।

শ্রাবণ।

১। ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা ধারা বৃষ্টিরূপে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে, খাল, বিল, পুষ্করিণী সব একাকার।

২। দৈববল, আত্মপুরুষকার এবং সুসময় এই তিনের যোগে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। আকাশের জল, কৃষকের শ্রম ও শ্রাবণ মাসের যোগে ধান্য বৃক্ষ সকল কেমন সতেজে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে।

৩। "মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমি রৈল পতিত, আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোণা!"

৪। স্বাতী নক্ষত্র উদয় হইবে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবে, আর ঝিনুকে হাঁ করিয়া গিলিবে, তবে ঝিনুকে মুক্তা ফলিবে।

৫। নদীতে যখন জলের অভাব হয়, তখন তাহার গর্ভস্থ হাড় গোড় ও কুৎসিত পদার্থ সকল বাহির হইয়া পড়ে। ভরা গঙ্গায় কিছুই দেখা যায় না।

৬। বিপদের মধ্য দিয়া ঈশ্বর মহা মঙ্গল সম্পন্ন করেন। বর্ষাকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পৃথিবী কর্দ্দমময়, পথ ঘাট অগম্য, সৌখীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া মরণাধিক, কিন্তু এই বর্ষাকালের জল কাদায় যে বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে জগতের জীবদিগের সংবৎসরের উপজীব্য হইবে।

৭। প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে দীপ্তিময় বিদ্যুৎ ও প্রভূত বারিধারা উৎপন্ন হয়। ঘোর বিপদ কত সময় প্রভূত কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে।

৮। মনুষ্য অল্প দুঃখে কাতর, গ্রীষ্ম একটু অধিক হইলে বৃষ্টি চায়, বৃষ্টি অধিক হইলে খরা চায়। ঈশ্বর মনুষ্যের ইচ্ছাধীন না হইয়া যখনকার যাহা উপযুক্ত, তাহাই বিধান করেন।

৯। যদি মনের আনন্দে প্রচুর পরিমাণে শস্যসংগ্রহ করিতে চাও, তবে রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টির ধারা মস্তকে বহিয়া বীজ বপন কর।

১০। যাহা আমার অসাধ্য, তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাধ্য। আপনার শক্তিতে নিরাশ হও, কিন্তু তাঁহার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর।

দয়াময় ঈশ্বর! তুমি নিরাশের আশা, নিরুপায়ের উপায়। আমার ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার কর, আমার ক্লান্ত দেহে বল দেও, আমার মলিন আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া তোমার পুণ্য লোকের উপযুক্ত কর। আমার গুণে নয়, কিন্তু তোমার কৃপার গুণেই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইব—পরিত্রাণ লাভ করিব। তোমার নামের জয় হউক, তোমার মহিমার জয় হউক, তোমার করুণার জয় হউক।

অভাগা দলীপ!

উথলিল সুখের স্বপন,
প্রাণের ভিতরে তরতরে;
বাসনার মরীচিকা ছায়া
আপনা আপনি এল স'রে।
সুখ সনে বাসনার দেখা
হৃদয়ের হৃদে আঁকে রেখা;
দলীপের জাগিল ভরসা,
চেয়েদেখে আশা খেলা করে।

২

আপনা আপনি আশা এসে
সাজাইল গৃহযাত্রি-বেশে।
নির্ব্বাসিত অভাগা দলীপে!
নিবিড় অটুট অন্ধকার
সরাইল আশা বারম্বার
আশ্বাসের অলৌকিক দীপে।
প্রাণে মরা দলীপ তখন
চেয়ে দেখে—নূতন জীবন
দাঁড়া'য়েছে আসিয়া সমীপে;
"এস এস, নূতন জীবন!
এস, দলীপের হারাধন!
রেখো না আমারে পর-দ্বীপে।"

৩

আশাগড়া নূতন জীবন
দলীপেরে তুলিয়া বসায়;
বায়ু কোণী সিন্ধুতট হ'তে
রাণজিত অগ্নিকোণে চায়।
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে,
আশা তাঁ'রে বলে কাণে কাণে,
'দুখনিশি হ'ল তোর ভোর,
ডাকে তোরে জন্মভূমি তোর,
মোর কোলে উঠে আয়,
রাখিব শান্তির ছায়,
সেথা হ'তে এসেছিলি হেথা,
হেথা হ'তে নিয়ে যা'ব সেথা।'
এতেক কহিয়া আশা তায়,
নিজ কোলে সাদরে উঠায়।

৪

কোলে তুলে গুণ গুণ কাণে
কি বলিল ছলময়ী আশা;
দলীপ লেখনী মুখে ত্বরা
প্রকাশিল অন্তরের ভাষা,
দলীপের আসিবার আগে
সে ভাষা আসিল তা'রদেশে;
আশার দুরাশাময়ী ভাষা
অভাগার কাল হ'ল শেষে!
আনন্দের উৎস ছুটাইয়ে
জলে ভেসে আসিছে দলীপ;
এক দিকে প্রিয় জন্মভূমি,
অন্য দিকে পিশাচের দ্বীপ,
মাঝখানে উত্তাপের দেশ,
আশা সেথা দলীপে আনিল;
চক্ষু রাঙ্গাইয়া নিশাচরী
অভাগারে শিলায় ফেলিল!

৫

উথলিল দুঃখের লহরী,
প্রাণের ভিতরে তরতরে;

বাসনার মরীচিকা ছায়া
আপনা আপনি গেল স'রে।
হৃৎসনে নিরাশার দেখা;
ভরা প্রাণ একেবারে ফাঁকা;
দধীপের ভগ্ন আশা তরী
ডুবে গেল অকূল সাগরে।

আমি ক্ষুদ্র হইব।

নিমেষের মধ্যে মানবের হৃদয়ের ভাবের এত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, যে শত শত রাষ্ট্রবিপ্লব ও যুগপ্রলয়ের কথা তাহার কাছে ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা মাত্র। নিশীথের অন্ধকারে যখন চারিদিক আবৃত ছিল—সাড়া ছিল না, শব্দ ছিল না, তখন ভীষণ দৃশ্য অথচ তমিস্রার বুকে দারুণ হতাশার যে উপ্ত শ্বাস ফেলিয়াছি, যে কামনায় হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়াছি, আজি প্রভাতে তাহারা কোথায় লুকাইল? নিশীথে ভাবিতেছিলাম কি করিলে এসংসারে পূজা পাইতে পারি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারি, পৃথিবীর ভাণ্ডারের সুখ সামগ্রী উপভোগ করিতে পারি! প্রভাতে গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছি আমি কি ক্ষুদ্র হইতে পারি না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশির যেমন তরুপত্র প্রক্ষালন করিয়া প্রান্তরের তৃণে ও কণ্টক বুকে ঢলিয়া পড়িতেছে, আমি কি ঐরূপ সংসারের জ্ঞানী মানীর পদ প্রক্ষালন করিয়া দরিদ্র, ঘৃণিত ও নির্ব্বাসিতের বুকে আমার স্নেহালিঙ্গনের হস্ত প্রসারণ করিতে পারি না? আমি বড় হইয়া কি করিব? সুদূরে আলেকজাণ্ডরের শেষ অতৃপ্তি, অদূরে নেপোলিয়ানের নিরাশা গন্ধকের মত জ্বলিতেছে। কত রাজ্য কত রাজা, কত শাস্ত্র কত মন্ত্র, ভস্মশেষ কার্থেজের অস্থিতে, মরুপ্লাবিত মিশরের কুক্ষিতে, কণ্টকারণ্যবেষ্টিত বাবিলনের গহ্বরে, এবং কর্ম্মনাশার জ্রক্ষেপশূন্য গর্ব্বিত তরঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, তাহার কি কেহ তালিকা দিতে পার? যদি না পার, তবে ভাই তোমার উচ্চাশা লইয়া আমি কি করিব? আমার শরীরের রক্ত ও মাংসের বিনিময়ে আমি কেন এমন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনা করিব যাহার স্থায়িত্ব চক্ষুর নিমেষের উপর নির্ভর করিতেছে? কেহ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারেন যে, হাঁ আঙ্গুর ফলগুলি বড় টক্ বটে। তুমি যাহাই বলনা কেন, আমি বড় হইবার সাধ হৃদয়হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি! বড় হইবার কামনায় ও চেষ্টায় শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা করা যায় না তাহা নহে, উহাতে সুখ নাই বরং দুঃখাতিশয্য আছে। যেখানে রাজা, সেইখানেই

রাষ্ট্রবিপ্লব। রাজা যদি অধিপতি না হইয়া রাজ্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া জগতের কুশল কামনা করেন, তবে কে তাঁহার কণ্ঠদেশ ছেদন করিতে চাহে? রাজকার্য্যে, ধর্ম্মকার্য্যে, সামাজিক ব্যবহারে ও পারিবারিক ব্যবহারে সর্ব্বত্রই যদি আমাদের একই মূলমন্ত্র হয় যে, আমরা পরের সেবা করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু পূজা পাইতে কামনা করিব না, তাহা হইলে অক্ষয় সুখে সুখী হইতে পারিব। পরসেবায় আত্মদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ আর যে কিছু আছে, জগতের মহাজনেরা তাহা বলেন না। বুদ্ধদেব বহুদিন পূর্ব্বে এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে অবগত হইতে পারা যায় যে, এক সময়ে রাজা ও পুরোহিত, সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সকলকে বুঝিয়া হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, স্বমতে হউক বা মতবিরুদ্ধে হউক যাহা কিছু রাজাজ্ঞা যাহা কিছু পুরোহিতের আদেশ, তাহা সকলই পালন করিতে হইত, নচেৎ কঠোর দণ্ডে সকলে দণ্ডিত হইত। এই অবিচার তিরোহিত করিবার জন্য মনুষ্য রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, এবং যাহাতে প্রত্যেকেই আপনার ব্যক্তিত্ব সংস্থাপন করিতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগকে উন্নত যুগ বলিলেও ইহা যে আত্মসংস্থাপন যুগ, তাহার আর কোন ভুল নাই। কিন্তু উন্নততর সভ্যতা, উন্নততর নীতি মনুষ্যের জন্য আসিতেছে। চাহিয়া দেখ ভবিষ্যৎ কেমন উজ্জ্বল! এ যুগের সারমন্ত্র এই হইবে কিসে আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারি, একেবারে পরের হইয়া যাইতে পারি। এক রাজার বা পুরোহিতের নিকট আত্ম বিক্রয় করিব না বটে, কিন্তু কেবল আত্মস্থাপন করিয়া আত্মমগ্ন থাকিতে পারিব না। আমার এই জীবন সমাজের নামে উৎসর্গ করিব। সকলের দাস হইব। মনুষ্যজাতি, একদিন এই অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সকলের সেবা করিতে ব্যস্ত হইবে। আপনার মাহাত্ম্য সংস্থাপন না করিয়া কেবল জগতের কল্যাণে নিযুক্ত হইবে। এই শ্রেষ্ঠ সুখের পথে লইয়া যাইবার জন্য চৈতন্য সকলকে, তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমি এই সকল কথা ভাবিয়া স্থির করিয়াছি আমি ক্ষুদ্র হইব। আমি আমার কুচরিত্রতার কণ্টকগুলি উত্তোলন করিয়া অহঙ্কারে মাথা তুলিয়া সংসার প্রান্তর পথের যাত্রী ভাই ভগ্নীদিগের চরণে কেন বিঁধিব! আমি কি ঐ প্রান্তরের সুকোমল তৃণ হইয়া, সকলের নয়নাভিরাম পদসেবাকারী হইতে পারি না? আমার আজি একই কামনা, একই লক্ষ্য, আমি ক্ষুদ্র হইব, জগতের দাসানুদাস

হইব এবং পর সেবা করিয়া অজ্ঞাতে বিজনে ইষ্টদেবতাকে সাক্ষী করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব।

খ্যাতি প্রতিপত্তি কয় দিনের জন্য? আমি খ্যাতি চাই না। তোমার সেক্স-পীয়র, কালিদাস, নিউটন প্রভৃতির নাম কি চিরস্থায়ী হইবে ভাবিতেছ? মিস-রের পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে যে বিদ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, যে দক্ষতার প্রয়োজন হইয়াছিল, বর্ত্তমান শিল্প বিদ্যাদি তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। অত উচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা খণ্ড কিরূপে উত্থিত হইয়াছিল? ইহা বর্ত্তমান কীর্ত্তিকুশলদিগের বিজ্ঞানে ভাবিতেও পারে না। সেই কৌশল, সেই বিদ্যা, যাহার মস্তিষ্কে ছিল, তাহার যখন নামগন্ধও নাই, তখন তোমার ওয়াট্‌স্‌ ও নিউটনের নাম কয় দিনের জন্য? ঐ যে উন্নততর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে, আজি কালিকার বিদ্যা ও সভ্যতা যাহার একটা বর্ণমালার অক্ষর বা হিয়ারোগ্লিফিক্‌* মাত্র সে সভ্যতার দিনে তোমার কবিলব্ধনামা পণ্ডিতেরা কোন্‌ সাগরের জলবিম্ব হইবেন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আত্ম-প্রতিষ্ঠা যখন এইরূপ অতি তুচ্ছ পদার্থ, তখন যত দিন বাঁচিয়া আছ, পরসেবায় ও পর সুখবর্দ্ধনে কেন জীবনাহুতিপ্রদান করিব না? সেই জন্যই বলিতে-ছিলাম যে আমি বড় হইবার সাধ একে বারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। এবারে ক্ষুদ্র হইব, ইহাই আমার উচ্চতম আশা।

* মিসরদেশীয় দুর্ব্বোধ্য বর্ণাঙ্কিত ভাষা।

বাঙ্গালা প্রবচন।

(৫৭ সংখ্যা ৬১ পৃষ্ঠার পর)

৩৩ ইটটী পড়লে পাটকেলটী পড়ে।
৩৪ ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ।
৩৫ ইস্ত্রোত যায় ধুলে,
স্বভাব যায় মলে।
৩৬ উচোটে পড়ে প্রণাম।
৩৭ উটস্ত মূল, পত্তনে চেনা যায়।
৩৮ উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।
৩৯ উদোর পিণ্ডি, বুধোর ঘাড়ে।
৪০ উপরোধে ঢেঁকী গেলে।
৪১ উপস্থিত অন্ন ছাড়িতে নাই।
৪২ উপোস করলে যাবে দিন,
ধার করলে হবে ঋণ।
৪৩ উপোসের কেউ নয়, পারণার গোঁসাই
৪৪ উন ভাতে, দুনো বল,
বিস্তর ভাতে রসাতল।
৪৫ এক রজপুত তের হাঁড়ী,
কেউ না খায় কারু বাড়ী।
৪৬ এককাণ কাটা সহরের বারদিয়ে যায়,
দুকাণকাটা সহরের ভিতর দিয়ে যায়
৪৭ এক নদী বিশ ক্রোশ।

৪৮ এক হাতে তালি বাজে না।

৪৯ এক হেনুসেলে তিন রাঁধুনী।
পুড়ে মলো তার ফেন গালুনী

৫০ এক লাঠিতে সাত সাপ মারা।

৫১ এক সূর্য্যে ধান শুকান।

৫২ এক আঁচড়ে টের পাওয়া যায়।

৫৩ এক মুরগী কবার জবাই?

৫৪ এক পুতের আশ,
আর নদীকুলে বাস।

৫৫ একবরের স্ত্রী হেলা দোলা,
দোজ বরের স্ত্রী গলার মালা।

৫৬ এক দেশে ঢেঁকা পড়ে,
আর দেশে মাথা ব্যথা।

৫৭ এক যাত্রায় পৃথক্ ফল।

৫৮ এক কলসী জল আনিয়ে
কাকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি
বাগদিনীর ভাত?

৫৯ এক ভস্ম আর ছার,
দোষগুণ দিব কার?

৬০ এক পাগলে রক্ষা নাই,
সাত পাগলের মেলা।

৬১ একুশ কোড়া শুণে খায়,
ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

৬২ একে বাপ, তায় বয়সে বড়।

৬৩ একা না বোকা।

৬৪ একে রুণু ঝুনু, দুয়ে পাঠ,
তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।

৬৫ একাই একশ।

৬৬ একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।

৬৭ এগুলে নির্ব্বংশের বেটা,
পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা।

৬৮ এচোঁড়ে পাকা।

৬৯ এত সুখ তোর কপালে,
তবে কেন তোর কাঁথা বগলে?

৭০ এসা দিন নাহি রহে গা।

৭১ এক শীতে জাড় পালায় না।

৭২ ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে,
নেকড়ার আলো দিয়ে।

৭৩ ওদের বৌ নত্ পরেছ সাত সাড়ে বয়,
নাকে কেমনে রয়? না ওরাই বলে
ওরাই কয়।

৭৪ ওল খেয়ে গোল।

৭৫ ঔষধার্থে সুরাপন।

সঙ্গীত।

কে আজি বিরলে বসি ধরিছে মোহন তান,
জাগ গো জননী বলি দুখ নিশা অবসান।
বাণীর বীণায় ধ্বনি, কবি কুঞ্জে নাহি শুনি,
ফুটেনাকো মঞ্জু কুঞ্জে বসন্তের সুখ গান।
ঘুমায়ে ভারতবাসী, আকাশে তারকা রাশি
লুকায়ে মেঘের কোলে, ভারত মহা শ্মশান।
অবলা ভারত বালা, রতন দেউটী মালা,
অজ্ঞান আঁধার মাঝে শশিকলা ভাসমান।

শিক্ষা দীক্ষা ছারখার, মহা মরু হাহাকার,
ভারতে ভারতী মার, মহামন্ত্র সমাধান।
যদি রে কল্যাণ চাও, ভারত মঙ্গল গাও,
মহাযজ্ঞ আত্মত্যাগ কর মহাশক্তি ধ্যান।
ভারতের ঘরে ঘরে, বাজ বীণে সমস্বরে,
জাগিবে ভগিনীগণে, মৃত দেহে পাবে প্রাণ।
ভারতী আমার নাম, পূর্ণ হোক্ মনস্কাম,
আশীর্ব্বাদ করি সবে, জয় ভারত সন্তান।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শৈশবকুসুম, তৃতীয়ভাগ —শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৷০ আনা। কবিতাগুলি সরল ও সরস হইয়াছে, পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ সুনীতি ও সদ্ভাবের উদ্দীপক।

২। মদ খাও—নেশা ছুটিবে না—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। লেখক মদের নেশার গুণ শুনিয়া তাহা সেবনে উৎসুক ছিলেন, পরে এক মাতালের মুখে শুনিলেন সে যে মদ খাইয়াছিল, তাহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। তখন তিনি যে মদে নেশা ছোটে না, তাহার অনুসন্ধায়ী হইলেন এবং ঈশ্বরকৃপায় বিবেক মদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। লেখাটী সুন্দর হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাজ সিন্ধিয়া ও হলকার উভয়েরই প্রায় এক সময়ে মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁরা দেশীয় রাজাদিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইহাঁদের বিয়োগে ইহাঁদের উত্তরাধিকারীদিগের স্বাধিকার লোপ না হইলে ভারতের পরম ভাগ্য।

২। ফ্রান্স হইতে অর্লিন ও নেপোলিয়ন রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। রাজবংশ স্বদেশ হইতে নির্ম্মূল করাই ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের উদ্দেশ্য।

৩। ডাক্তারী শিখাইবার জন্য এ বৎসর ১০টী স্ত্রীলোককে ১৫টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। যাঁহারা এফ, এ বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা, তাঁহারা ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন।

৪। মৃত ইহুদী ধনকুবের এজরা সাহেবের পত্নী স্বামীর প্রীত্যর্থে কলিকাতা মেডিকাল কলেজের পার্শ্বে একটী নূতন হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অনেক টাকা দিয়াছেন। ছোট লাট সাহেব শীঘ্র এই বাটির ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

৫। ময়মনসিংহে সুখদা নাম্নী এক বিধবাবালিকা পুনরুদ্বাহের ইচ্ছায় তাঁহার পিতৃগৃহ ছাড়িয়া মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নালিস করেন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে আপনার ইচ্ছা মত কার্য্য করিবার অধিকার দিয়াছেন।

৬। ব্রহ্মদেশে কেবল পুরুষেরা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতেছে না, তথায় এক বীররমণীরও উদয় হইয়াছে, তিনি এক বিদ্রোহী দলের অধিনায়িকা।

বামাগণের রচনা।

স্বপ্নে স্বর্গদর্শন।

প্রিয়তম বিয়োগ।

নীরব নিশীথ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি
না নড়ে একটি পাতা,
প্রফুল্ল হৃদয়া, কুসুম যৌবনী
ললিত মাধবী লতা।
করে টল টল, চাঁদের কিরণ
উছলে পীযুষ রাশি,
প্রফুল্ল কুসুম, চাহি চাঁদ পানে
জাগিয়া যাপিছে নিশি।
নিখিল জগৎ, আছে ঘুমাইয়া,
বিমল শান্তির কোলে,
একাকিনী আমি, আছিনু জাগিয়া
প্রফুল্ল বকুল তলে।
কত কি ভাবনা, উঠিল অন্তরে
একটি একটি করি,
জাগিল হৃদয়ে, সে চারু মূরতি
অতুল সুষমা ধরি।
উঠিল ফুটিয়া, চিন্তার সলিল,
ললাট কপোল দিয়া,
থাকি, থাকি থাকি, উঠিল চমকি
বিষাদ বিষণ্ণ হিয়া।
নিরখি গগনে, অগণন তারা
কি যেন পড়িল মনে,
চির পরিচিত, কে যেন বিরাজে
বিমানে তারকা সনে।
"ভুলিবার ধন নয় সে রতন
একি গো ভ্রান্তির কথা,
চেয়ে দেখ হিয়া শোণিত অক্ষরে
প্রাণসহ আছে গাঁথা।"
তবে কি সত্যই মানুষ মরিয়া
বিরাজে তারকা লোকে ?
তবে কি আমারও প্রাণে তারাদেশে
এসেছে লুকায়ে রেখে ? *
তা না হ'লে পথে কাঁদে কেন প্রাণ
যতবার দেখি চেয়ে,
যেন সেই মুখ রেখেছে আঁকিয়ে
নক্ষত্র অক্ষর দিয়ে।
ঠিক তাই বটে যেতে কি পারিনা
উঠিয়া বিমান পথে ?
লইতে পারিনা খুঁজিয়া তাহারে
অগণ্য নক্ষত্র হতে ?
দেখেছি অনেক ছোট বড় তারা
খসিয়া খসিয়া পড়ে
কোথা যায় তারা ? যথা হতে আসে,
তথায় কি যায় ফিরে ?
কলেবর ছাড়ি আত্মা কোথা যায়
তারকা মূরতি ধরে ?
তাকি কভু হয় অনন্ত আত্মায়
যায় মিশে দেহ ছেড়ে।

(ক্রমশঃ)

---

* এ চিন্তার কারণ মৃত বন্ধুকে একদিন মৃত্যু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—মানুষ মরিলে কি হয় ? তিনি উত্তর দেন, "নক্ষত্র।"

বিষবৃক্ষ সকল বদ্ধমূল হইয়া গরলময় ফল উৎপাদন করিতেছে, তখন আর তাহাদের শ্রী রহিল কোথায়? তাহারাই যদি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী না হইল, মনঃকল্পিত কাল্পনিক ধর্ম্মকূপে নিমগ্ন থাকিল, বিবিধ প্রকার কুসংস্কার পাশে বদ্ধ থাকিয়া, অ-মানব-বৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত রহিল, তবে কিরূপেই বা আমাদের সাংসারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে? কিরূপেই বা আমাদের বাসগৃহ সুখ ও শান্তির আধার হইবে? তাহাদের স্বভাবদোষে আমাদের সন্তানগণের সৎপ্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়াও সুকঠিন হইয়াছে। তাহারা না আপনার, না আপন সন্তান সন্ততির, না আত্মীয় স্বজনেরই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে সমর্থ। অজ্ঞান তাহাদের রোগের মূলীভূত রোগ। * * * আমাদের গৃহ ছায়াতপে বিচ্ছিন্ন; এক ভাগে উজ্জ্বল জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ, অন্যভাগে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াই রহিয়াছে। হে পরমাত্মন্! এরূপ বিষম বৈষম্য কিরূপে, কত দিনে দূরীকৃত হইবে, তুমিই জান।"

৪।—"বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থেও তিনি নারীগণের উন্নতি বিষয়ে বিস্তর আন্দোলন করিয়াছেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা গেল না। অবলাদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে কয়েকজন সহৃদয় মহাত্মা ইহার জন্য প্রগাঢ় চিন্তা ও চেষ্টা করেন অক্ষয় বাবু তন্মধ্যে একজন। রামমোহন রায় মহোদয় এতদ্দেশের কামিনীকুলের হিতার্থে অবিশ্রান্ত চিন্তা ও যত্ন করিতেন; তাঁহার মৃত্যু ঘটনায় রমণীকুলের উন্নতি চেষ্টার অন্তরায় হইল বলিয়া দত্ত মহাশয়ের প্রাণ কাঁদিয়া ছিল। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিমাত্র পাঠ করিলেই, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

"ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার (যে রাজা রামমোহন রায়ের) অন্তঃকরণের একটী প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে, শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—যিনি নিতান্ত অযাচিত ও অশেষরূপ নিগৃহীত হইয়াও, তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মাঘাত ব্যবহার (সহমরণ প্রথা) ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোকসন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুবারি সমস্তই নিবারণ পূর্ব্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান— * * তোমরা সেই দয়ানয় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ।"

অবলাদের কল্যাণোদ্দেশে দত্ত মহাশয় কিরূপ ব্যাকুল—কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত, লিখিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাওয়া বৃথা। সরল মনের সাগ্রহ ভাব কথায় হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহার মনের ভাবের সঙ্গে একীভূত হইতে না পারিলে, তাহার সার্থকতা বুঝিবার উপায় কোথায়? স্ত্রীজাতির ক্লেশবিমোচনার্থেই রাজা রামমোহন রায় সচেষ্ট ছিলেন। এস্থলে রাজার সেই গুণগ্রাম স্মরণ করাতে, অক্ষয় বাবু স্ত্রীজাতিরই মর্ম্মবেদনায় কাতর, অনায়াসেই প্রতীতি জন্মে। এ বিষয়ে দত্তজের মত বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক রচনা করিতে হয়। যাঁহাদের উহা সবিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা তৎপ্রণীত ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করুন।

হ্রস্ব দৃষ্টি, দীর্ঘ দৃষ্টি ও চসমা।

পাঠিকাগণ। আমাদের সজীব ফটোগ্রাফ বা চক্ষু সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে অনেকআশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন। এ স্থলে চক্ষু সম্বন্ধে কেবল আর একটি বিষয় বলিব। আপনারা সকলেই অনেককে চসমা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন,—আজকাল দেখিতেছি আমাদের কোমলস্বভাবা, ক্ষীণাঙ্গী ভগিনীদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাড়নায় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছেন, চিরদিনের মত চক্ষুর সর্ব্বনাশ করিয়া উপাক্ষি দ্বারা সুন্দর নয়নকে ঢাকিতেছেন, এজন্য প্রস্তাবের উপসংহারকালে চস্‌মার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কর্ণিয়া নামক স্বচ্ছাবরণের কেন্দ্র হইতে সমগ্র চক্ষুর মধ্যভাগ দিয়া রেটিনা পর্য্যন্ত এক কল্পিত রেখাকে চক্ষুর অক্ষরেখা (axis) কহে। কাহারও কাহারও স্বভাবতঃ এই অক্ষরেখা অধিক লম্বা হয় অর্থাৎ কর্ণিয়া ও ক্রিষ্টালাইন হইতে রেটিনা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে হয় সুতরাং চক্ষুর ভিতর বক্রগামী রশ্মি সমূহ রেটিনায় পহুছিবার পূর্ব্বেই মিলিত হয়—অর্থাৎ তাহাদের অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনায় না হইয়া তাহার সম্মুখে হয়; এই জন্য তাঁহারা কেবল খুব নিকটের পদার্থ দেখিতে পান;—ইহাকে হ্রস্ব দৃষ্টি (short sight or Myopia) কহে। আর এক কারণে এই হ্রস্ব দৃষ্টি হইয়া থাকে এবং এই কারণই সচরাচর ছাত্রদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর অনুচিত পরিশ্রম, রাত্রিতে অল্পালোকে পাঠ এবং পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর চক্ষুর খুব নিকটে ধরিয়া পাঠের অভ্যাস বশতঃ ক্রিষ্টালাইনের স্যুব্জতার বৃদ্ধি হয় সুতরাং এস্থলেও অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনার সম্মুখে হয়। এই হ্রস্ব দৃষ্টি প্রতিকারের জন্য এক প্রকার চস্‌মা ব্যবহার হয়, তাহার কাচ কুব্জাকার (concave) এই জন্য ইহার দ্বারা অধিশ্রয়ণ বিন্দুর দূরত্বের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং রেটিনার উপর পড়ে।

আবার কাহারও কাহারও অক্ষরেখা ছোট অর্থাৎ রেটিনা ক্রিষ্টালাইনের খুব নিকটে; সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা দূরের জিনিষ দেখিতে পান, নিকটের পদার্থ ভাল দেখিতে পান না। ইহাকে দীর্ঘ দৃষ্টি (Long sight or Presbyopia) কহে। বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্রিষ্টালাইনের স্যুব্জতার হ্রাস হওয়াতেও দীর্ঘ দৃষ্টি হইয়া থাকে; এই কারণেই বৃদ্ধদিগকে এক

প্রকার চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয়, যাহার কাচ ন্যুব্জাকার (conex) এবং যতই বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি হয়, ততই ক্রিষ্টালাইনের ন্যুব্জতার হ্রাস হয়, সুতরাং চস্‌মার কাচের ন্যুব্জতার মাত্রা বাড়াইতে হয়।

আমাদের প্রবন্ধ শেষ হইয়া আসিল; চক্ষুর গঠনে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল দেখিলাম—আরো দেখিবার কত রহিল—যত দেখিব ততই শুদ্ধ হইয়া যাইব—অহঙ্কারী মস্তক কৃতজ্ঞভরে সর্ব্বনিয়ন্তার চরণে লুটাইয়া পড়িবে—তাঁর অসীম জ্ঞানের কণামাত্রের আভাস পাইয়া তাঁহাতেই ডুবিয়া যাইব। কিন্তু হায়! বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিজ্ঞানদাম্ভিক পণ্ডিত জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যিনি অনন্ত জ্ঞানের উৎস তাঁহার সৃষ্টি কৌশলে ভ্রম অন্বেষণ করিয়া থাকেন; —অনীশ্বরবাদী [illegible] নাস্তিক দর্পভরে সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে সরাইয়া দিতে চাহেন। ভ্রান্ত মানুষ! ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞান লইয়া কি অহঙ্কার কর? তোমার সাধ্য কি সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত জ্ঞান কৌশলের সমালোচনা কর?—একটি বালুকণাতে যে দুরবগাহ কৌশল নিহিত রহিয়াছে, যুগ যুগান্তের চেষ্টাতেও তাহার সকল জানিতে সক্ষম হইবে না। পরিমিত জ্ঞানের অন্ত হইয়া যাইবে, সে অনন্ত জ্ঞানের কণা মাত্র ও ধারণা করিতে পারিবে না। ক্ষুদ্র জ্ঞানের জাল বিস্তার করিয়া অনন্তকে আয়ত্ত করিতে গিয়া আপনার জালে আপনাকেই জড়াইয়া ফেলিবে। তাই বলি:—

"তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সহজ দৃষ্টিতে
দেখি যবে, দেখি বিশ্বদেব! প্রাণরূপে
বিরাজিত, প্রাণরূপী অন্তরে বাহিরে!
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিতৃ মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে,বিশ্বধামে,দ্যুলোক, ভূলোকে
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ।"

সায়ারা লিয়ন্।

এই প্রদেশ সেনিগেম্বিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বে, উত্তর গিনিতে। ইহা উত্তর অক্ষবৃত্তের ৮৷৹ ডিগ্রী, ও পশ্চিম দ্রাঘিমার ১৩ ডিগ্রীতে অবস্থিত। ফ্রিটাউন্ ইহার প্রধান নগর। এই নগরের পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্রতীর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ২,৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী শোভা পাইতেছে। সুতরাং বলা বাহুল্য এই গিরি ঢালুতায় তত্রত্য জল বায়ুর বিভিন্নতা হয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ইয়ূরোপীয় উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। আশ্চর্য্য, ইয়ূরোপীয়েরা প্রায় এক শত বৎসর হইল এপ্রান্তে আসিয়াছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া-

সকল নিম্নস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাস্থ্যকর পর্ব্বতময় স্থানে একটি বই আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন নাই। এই প্রদেশ অতিশয় অপরিষ্কার; বিদেশীয়দিগের বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে ইহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর; এই নিমিত্ত ইহা "শ্বেতকায়দিগের সমাধিক্ষেত্র" বলিয়া অভিহিত হয়। এখানে বর্ষা পাঁচ মাস, অর্থাৎ জুন হইতে আরম্ভ হইয়া অক্টোবরে শেষ হয়। বর্ষার ২।৩ দিন ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি হইতে থাকে, এবং ঝটিকা প্রাত্যহিক ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনবরত বারিধারা পাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য এরূপ সুন্দর হয়, যে সায়রা লিয়নকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্বর্গ বলিয়া বোধ হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে যে উদ্ভিদ জন্মে, এই প্রদেশে তৎসমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রিটাউন নগরটি নানাশোভায় সুশোভিত। ইহাতে অনেক ভজনালয় আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী কর্ত্তৃক নিযুক্ত এখানে এক জন "বিশপ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ আছেন, তিনি আবার তথাকার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য। খৃষ্টধর্ম্ম এখানে জীবনশূন্য। শিক্ষিত কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা রবিবারে উপাসনাকালে গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা সুদূরে রাখিয়া নিদ্রাবেশে অভিভূত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকের অনেকে উপাসনায় না হউক, সঙ্গীতে যোগ দান করিয়া থাকে।

এখানকার লোকদিগের দেহের বর্ণ বা জাতি সম্বন্ধে কোনও কথা কোন বিদেশীয় কর্ত্তৃক উল্লিখিত হইলে, উহারা তদ্দণ্ডে উল্লেখকারীর শাস্তিবিধানে তৎপর হয়। শ্বেতকায় পুরুষদিগের সংখ্যা এখানে একশতের অধিক নহে।

নিগ্রো জাতি সাতিশয় পরিচ্ছদপ্রিয়। চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদের জন্য তাহারা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের পরিচ্ছদের নূতন ফ্যাসন এখানে শুধু অনুকৃত হয় না, সেগুলির আড়ম্বর আরও বাড়ান হয়। ভদ্রমহিলাগণ রেশমী পরিচ্ছদ ও অত্যুজ্জ্বল রৌদ্রনিবারক ক্ষুদ্র ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যোত্রবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রে কাল বনাতের পোষাক, উজ্জ্বল গলাবন্ধ, দ্বিস্তবক টুপী ও বুট জুতাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। নীতি সম্বন্ধে ইহারা বড় শিথিল। [illegible] কি ইহারা যত শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন, ততই দুর্নীতিসূচক কার্য্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। আমাদিগের বিবেচনায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকদিগের চেষ্টা এই প্রদেশে বড় ফলপ্রদ হয় নাই। শুধু গির্জ্জায় যাইলেই যদি ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তাহা হইলে, ইহারা ধার্ম্মিক, শুধু বাইবেল লইয়া কথোপকথন করিলে যদি সাধুচরিত্র হওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারাও সেরূপ। বালিকা ব্যবসায়ী নরাধমেরাও রবিবারে ভজনালয়ে গিয়া থাকে। যুবতীগণ অর্থলোভে অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিক্রয়

করিয়া থাকে। আফ্রিকাখণ্ড কি যত অনর্থের মূল! আলেকজান্দ্রিয়ার মত এমত কদর্য্য স্থান (নীতি সম্বন্ধে) বোধ হয় ধরাধামে দ্বিতীয় আর নাই। আবার এখানে আমরা সায়রালিয়নের বিষয় পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলাম। ঈশ্বর! এই স্থানগুলির কি মুক্তি হইবে না? তোমার আশীর্ব্বাদ কি ইহাদিগের পাষাণ হৃদয় ভেদ করিবে না? ইংরাজ তুমি সুসভ্য; তোমার সমক্ষে এমত ঘোর পাপাচরণ হইতেছে তুমি কি দেখিতেছ না? যদিই দেখিয়া থাক, তাহা হইলে ইহার কি প্রতিবিধান করিতেছ? এখানে শিক্ষিত নিগ্রো উকীল ও চিকিৎসকগণ ইংরাজ রমণীদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করে। এখানকার ইংরাজদিগের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। ইহাদিগের রীতি [illegible] এতদূর পর্য্যন্ত দূষণীয় যে, সুসভ্য ইংরাজ জাতির ইহারা কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য।

খ্রীষ্টীয় বা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর, নিগ্রোরা আইন পড়িতে আরম্ভ করে, কারণ আইন ইহাদিগের প্রিয় পাঠ। আইনের বই পকেটে লুকান থাকে, বিষয় কর্ম্ম করিতে করিতে ইহারা মাঝে মাঝে লুকাইয়া উহা পাঠ করিয়া থাকে। ইহারা অপমান ভয় শূন্য, সাধুতা বিবর্জ্জিত ও পরছিদ্র অনুসারী। যদি কোন শ্বেতকায় কোন নিগ্রোকে 'নিগার' বলে, তাহা হইলে সে তদ্দণ্ডে উকীল ডাকিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়া ৫ পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করায়। আমরা বাঙ্গালী আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা নিগ্রোদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কিন্তু একই ইংরাজ-রাজত্বে কত ইংরাজ দিনের মধ্যে আমাদিগকে কতবার "নিগার" বলিতেছে, কাহার কয়বার জরিমানা হইয়া থাকে?

কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ যে সকল স্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে, এ প্রদেশের নিগ্রোরাও তাহা করে। আমাদিগের দেশে কি এরূপ কখনও হইয়া থাকে? ইলবার্ট বিলের সময় ইহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

নিগ্রোরা চিরাগত দাসত্বপ্রিয়তা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কেরাণীগিরি বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও সুখের পরাকাষ্ঠা।

নিত্য পঞ্জিকা।

আষাঢ়।

১। সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়।

২। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র নদীদিগের কি দুর্দ্দশা! সমুদ্রের সহিত যোগ নাই বলিয়া তাহারা শুষ্ক ও অদৃশ্য হইয়া যায়। পুণ্যের সাগর ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ না থাকিলে মনুষ্যের ক্ষুদ্র ধর্ম্মজীবন শুকাইয়া বিনষ্ট হয়।

৩। অনুতাপের অশ্রুতে পূত না হইলে চক্ষু নির্ম্মল হয় না ও স্বর্গরাজ্যের শোভা দর্শন করিতে পারে না।

৪। আত্মচিন্তা কর, আত্মপরীক্ষা কর, আপনার দুর্ব্বলতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বলের আশ্রয় লও।

৫। যাচ্ঞা কর প্রাপ্ত হইবে, ডাক উত্তর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

৬। যে রোগের কোন ঔষধ নাই, সহিষ্ণুতাই তাহার মহৌষধ।

৭। জীবন পথে চলিতে চলিতে যদি শ্রান্ত হইয়া থাক, সাধুসঙ্গ নামে পান্থ ধামে বিশ্রাম কর। যদি পথহারা হইয়া থাক, এই পান্থশালাবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, গম্য পথ জানিতে পারিবে।

৮। জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে কখনও ক্লান্ত হইও না, সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিও না। চন্দ্র পূর্ণিমার রজনীতে জগৎকে হাসাইয়া সকলের প্রফুল্ল দৃষ্টির সম্মুখে যেমন নদী সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত করে, অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবিয়াও আপনার কার্য্যসাধনে সেইরূপ তৎপর।

৯। হৃদয়বাসী সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর বিচারক ও ফলবিধাতা, তাঁর দৃষ্টির নিকটে খাঁটি থাকিয়া তাঁর প্রসন্নতা লাভ কর।

১০। সুখ ও সৌভাগ্য অনেক সময় দুঃখের মধ্যে পাতা চাপা থাকে, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত একটু অপেক্ষা করিলেই সুফল লাভ হয়।

দর্পহারী বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর! আমি না বুঝিয়া আপনার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞানবুদ্ধি ও ধর্ম্মবলের অহঙ্কার করিয়া জীবনপথে চলিতে গিয়াছিলাম, দেখি এখন ঘোর দুর্ব্বিপাকে পড়িয়াছি। আমার শরীর ক্ষীণ, মন অবসন্ন, হৃদয় মলিনভাবে আচ্ছন্ন। দুদিন যাইতে না যাইতে আমার শুভসঙ্কল্প সাধুপ্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? আমি রিপুর অধীন ও পাপের কিঙ্কর হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। প্রভু রক্ষা কর, রক্ষা কর।

শ্রাবণ।

১। ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা ধারা বৃষ্টিরূপে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে, খাল, বিল, পুষ্করিণী সব একাকার।

২। দৈববল, আত্মপুরুষকার এবং সুসময় এই তিনের যোগে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। আকাশের জল, কৃষকের শ্রম ও শ্রাবণ মাসের যোগে ধান্য বৃক্ষ সকল কেমন সতেজে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে!

৩। "মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমি রৈল পতিত, আবাদ কর্‌লে ফল্‌তো সোণা!"

৪। স্বাতী নক্ষত্র উদয় হইবে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়িবে, আর ঝিনুকে হাঁ করিয়া গিলিবে, তবে ঝিনুকে মুক্তা ফলিবে।

৫। নদীতে যখন জলের অভাব হয়, তখন তাহার গর্ভস্থ হাড় গোড় ও কুৎসিত পদার্থ সকল বাহির হইয়া পড়ে। ভরা গঙ্গায় কিছুই দেখা যায় না।

৬। বিপদের মধ্য দিয়া ঈশ্বর মহা মঙ্গল সম্পন্ন করেন। বর্ষাকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পৃথিবী কর্দ্দমময়, পথ ঘাট অগম্য, সৌখীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া মরণাধিক, কিন্তু এই বর্ষাকালের জল কাদায় যে বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে জগতের জীবদিগের সংবৎসরের উপজীব্য হইবে।

৭। প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে দীপ্তিময় বিদ্যুৎ ও প্রভূত বারিধারা উৎপন্ন হয়। ঘোর বিপদ কত সময় প্রভূত কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে।

৮। মনুষ্য অল্প দুঃখে কাতর, গ্রীষ্ম একটু অধিক হইলে বৃষ্টি চায়, বৃষ্টি অধিক হইলে খরা চায়। ঈশ্বর মনুষ্যের ইচ্ছাধীন না হইয়া যখনকার যাহা উপযুক্ত, তাহাই বিধান করেন।

৯। যদি মনের আনন্দে প্রচুর পরিমাণে শস্যসংগ্রহ করিতে চাও, তবে রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টির ধারা মস্তকে বহিয়া বীজ বপন কর।

১০। যাহা আমার অসাধ্য, তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাধ্য। আপনার শক্তিতে নিরাশ হও, কিন্তু তাঁহার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর।

দয়াময় ঈশ্বর! তুমি নিরাশের আশা, নিরুপায়ের উপায়। আমার ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার কর, আমার ক্লান্ত দেহে বল দেও, আমার মলিন আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া তোমার পুণ্য লোকের উপযুক্ত কর। আমার গুণে নয়, কিন্তু তোমার কৃপার গুণেই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইব—পরিত্রাণ লাভ করিব। তোমার নামের জয় হউক, তোমার মহিমার জয় হউক, তোমার করুণার জয় হউক।

অভাগা দলীপ!

উথলিল সুখের স্বপন,
প্রাণের ভিতরে তরতরে;
বাসনার মরীচিকা ছায়া
আপনা আপনি এল স'রে।
সুখ সনে বাসনার দেখা
হৃদয়ের হৃদে আঁকে রেখা;
দলীপের জাগিল ভরসা,
চেয়েদেখে আশা খেলা করে।

২

আপনা আপনি আশা এসে
সাজাইল গৃহযাত্রি-বেশে।
নির্ব্বাসিত অভাগা দলীপে!
নিবিড় অটুট অন্ধকার
সরাইল আশা বারম্বার
আশ্বাসের অলৌকিক দীপে।
প্রাণে মরা দলীপ তখন
চেয়ে দেখে—নূতন জীবন
দাঁড়া'য়েছে আসিয়া সমীপে;
"এস এস, নূতন জীবন!
এস, দলীপের হারাধন!
রেখো না আমারে পর-দ্বীপে।"

৩

আশাগড়া নূতন জীবন
দলীপেরে তুলিয়া বসায়;
বায়ু কোণী সিন্ধুতট হ'তে
রাণজিত অগ্নিকোণে চায়।
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে,
আশা তাঁ'রে বলে কাণে কাণে,
'দুখনিশি হ'ল তোর ভোর,
ডাকে তোরে জন্মভূমি তোর,
মোর কোলে উঠে আয়,
রাখিব শান্তির ছায়,
সেথা হ'তে এসেছিলি হেথা,
হেথা হ'তে নিয়ে যা'ব সেথা।'
এতেক কহিয়া আশা তায়,
নিজ কোলে সাদরে উঠায়।

৪

কোলে তুলে গুণ গুণ কাণে
কি বলিল ছলময়ী আশা;
দলীপ লেখনী মুখে ত্বরা
প্রকাশিল অন্তরের ভাষা,
দলীপের আসিবার আগে
সে ভাষা আসিল তা'রদেশে;
আশার দুরাশাময়ী ভাষা
অভাগার কাল হ'ল শেষে!
আনন্দের উৎস ছুটাইয়ে
জলে ভেসে আসিছে দলীপ;
এক দিকে প্রিয় জন্মভূমি,
অন্য দিকে পিশাচের দ্বীপ,
মাঝখানে উত্তাপের দেশ,
আশা সেথা দলীপে আনিল;
চক্ষু রাঙ্গাইয়া নিশাচরী
অভাগারে শিলায় ফেলিল!

৫

উথলিল দুঃখের লহরী,
প্রাণের ভিতরে তরতরে;

বাসনার মরীচিকা ছায়া
আপনা আপনি গেল স'রে।
হৃৎসনে নিরাশার দেখা;
ভরা প্রাণ একেবারে ফাঁকা;
দলীপের ভগ্ন আশা তরী
ডুবে গেল অকূল সাগরে।

আমি ক্ষুদ্র হইব।

নিমেষের মধ্যে মানবের হৃদয়ের ভাবের এত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, যে শত শত রাষ্ট্রবিপ্লব ও যুগপ্রলয়ের কথা তাহার কাছে ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা মাত্র। নিশীথের অন্ধকারে যখন চারিদিক আবৃত ছিল—সাড়া ছিল না, শব্দ ছিল না, তখন ভীষণ দৃশ্য অথচ তমিস্রার বুকে দারুণ হতাশার যে উপ্ত শ্বাস ফেলিয়াছি, যে কামনায় হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়াছি, আজি প্রভাতে তাহারা কোথায় লুকাইল? নিশীথে ভাবিতেছিলাম কি করিলে এসংসারে পূজা পাইতে পারি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারি, পৃথিবীর ভাণ্ডারের সুখ সামগ্রী উপভোগ করিতে পারি! প্রভাতে গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছি আমি কি ক্ষুদ্র হইতে পারি না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশির যেমন তরুপত্র প্রক্ষালন করিয়া প্রান্তরের তৃণে ও কণ্টক বৃক্ষে ঢলিয়া পড়িতেছে, আমি কি ঐরূপ সংসারের জ্ঞানী মানীর পদ প্রক্ষালন করিয়া দরিদ্র, ঘৃণিত ও নির্ব্বাসিতের বুকে আমার স্নেহালিঙ্গনের হস্ত প্রসারণ করিতে পারি না? আমি বড় হইয়া কি করিব? সুদূরে আলেকজাণ্ডরের শেষ অতৃপ্তি, অদূরে নেপোলিয়ানের নিরাশা গন্ধকের মত জ্বলিতেছে। কত রাজ্য কত রাজা, কত শাস্ত্র কত মন্ত্র, ভগ্নশেষ কার্থেজের অস্থিতে, মরুপ্লাবিত মিশরের কুক্ষিতে, কণ্টকারণ্যবেষ্টিত বাবিলনের গহ্বরে, এবং কর্ম্মনাশার ভ্রূক্ষেপশূন্য গর্ব্বিত তরঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, তাহার কি কেহ তালিকা দিতে পার? যদি না পার, তবে ভাই তোমার উচ্চাশা লইয়া আমি কি করিব? আমার শরীরের রক্ত ও মাংসের বিনিময়ে আমি কেন এমন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনা করিব যাহার স্থায়িত্ব চক্ষুর নিমেষের উপর নির্ভর করিতেছে? কেহ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারেন যে, হাঁ আঙ্গুর ফলগুলি বড় টক্ বটে। তুমি যাহাই বলনা কেন, আমি বড় হইবার সাধ হৃদয়হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি! বড় হইবার কামনায় ও চেষ্টায় শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা করা যায় না তাহা নহে, উহাতে সুখ নাই বরং দুঃখাতিশয্য আছে। যেখানে রাজা, সেইখানেই

রাষ্ট্রবিপ্লব। রাজা যদি অধিপতি না হইয়া রাজ্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া জগতের কুশল কামনা করেন, তবে কে তাঁহার কণ্ঠদেশ ছেদন করিতে চাহে? রাজকার্য্যে, ধর্ম্মকার্য্যে, সামাজিক ব্যবহারে ও পারিবারিক ব্যবহারে সর্ব্বত্রই যদি আমাদের একই মূলমন্ত্র হয় যে, আমরা পরের সেবা করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু পূজা পাইতে কামনা করিব না, তাহা হইলে অক্ষয় সুখে সুখী হইতে পারিব। পরসেবায় আত্মদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ আর যে কিছু আছে, জগতের মহাজনেরা তাহা বলেন না। বুদ্ধদেব বহুদিন পূর্ব্বে এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে অবগত হইতে পারা যায় যে, এক সময়ে রাজা ও পুরোহিত, সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সকলকে বুঝিয়া হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, স্বমতে হউক বা মতবিরুদ্ধে হউক যাহা কিছু রাজাজ্ঞা যাহা কিছু পুরোহিতের আদেশ, তাহা সকলই পালন করিতে হইত, নচেৎ কঠোর দণ্ডে সকলে দণ্ডিত হইত। এই অবিচার তিরোহিত করিবার জন্য মনুষ্য রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, এবং যাহাতে প্রত্যেকেই আপনার ব্যক্তিত্ব সংস্থাপন করিতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগকে উন্নত যুগ বলিলেও ইহা যে আত্মসংস্থাপন যুগ, তাহার আর কোন ভুল নাই। কিন্তু উন্নততর সভ্যতা, উন্নততর নীতি মনুষ্যের জন্য আসিতেছে। চাহিয়া দেখ ভবিষ্যৎ কেমন উজ্জ্বল! এ যুগের সারমন্ত্র এই হইবে কিসে আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারি, একেবারে পরের হইয়া যাইতে পারি। এক রাজার বা পুরোহিতের নিকট আত্ম বিক্রয় করিব না বটে, কিন্তু কেবল আত্মস্থাপন করিয়া আত্মমগ্নও থাকিতে পারিব না। আমার এই জীবন সমাজের নামে উৎসর্গ করিব। সকলের দাস হইব। মনুষ্যজাতি, একদিন এই অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সকলের সেবা করিতে ব্যস্ত হইবে। আপনার মাহাত্ম্য সংস্থাপন না করিয়া কেবল জগতের কল্যাণে নিযুক্ত হইবে। এই শ্রেষ্ঠ সুখের পথে লইয়া যাইবার জন্য চৈতন্য সকলকে, তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমি এই সকল কথা ভাবিয়া স্থির করিয়াছি আমি ক্ষুদ্র হইব। আমি আমার কুচরিত্রতার কণ্টকগুলি উত্তোলন করিয়া অহঙ্কারে মাথা তুলিয়া সংসার প্রান্তর পথের যাত্রী ভাই ভগ্নীদিগের চরণে কেন বিঁধিব! আমি কি ঐ প্রান্তরের সুকোমল তৃণ হইয়া, সকলের নয়নাভিরাম পদসেবাকারী হইতে পারি না? আমার আজি একই কামনা, একই লক্ষ্য, আমি ক্ষুদ্র হইব, জগতের দাসানুদাস

হইব এবং পর সেবা করিয়া অজ্ঞাতে বিজনে ইষ্টদেবতাকে সাক্ষী করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব।

খ্যাতি প্রতিপত্তি কয় দিনের জন্য? আমি খ্যাতি চাই না। তোমার সেক্সপীয়র, কালিদাস, নিউটন প্রভৃতির নাম কি চিরস্থায়ী হইবে ভাবিতেছ? মিসরের পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে যে বিদ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, যে দক্ষতার প্রয়োজন হইয়াছিল, বর্ত্তমান শিল্প বিদ্যাদি তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। অত উচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা খণ্ড কিরূপে উত্থিত হইয়াছিল? ইহা বর্ত্তমান কীর্ত্তিকুশলদিগের বিজ্ঞানে ভাবিতেও পারে না। সেই কৌশল, সেই বিদ্যা, যাহার মস্তিষ্কে ছিল, তাহার যখন নামগন্ধও নাই, তখন তোমার ওয়াট্স্ ও নিউটনের নাম কয় দিনের জন্য? ঐ যে উন্নততর ভবিষ্যৎ উজ্জল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে, আজি কালিকার বিদ্যা ও সভ্যতা যাহার একটা বর্ণমালার অক্ষর বা হিয়ারোগ্লিফিক্* মাত্র সে সভ্যতার দিনে তোমার কবিলব্ধনামা পণ্ডিতেরা কোন্ সাগরের জলবিম্ব হইবেন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? আত্মপ্রতিষ্ঠা যখন এইরূপ অতি তুচ্ছ পদার্থ, তখন যত দিন বাঁচিয়া আছ, পরসেবায় ও পর সুখবর্দ্ধনে কেন জীবনাতিবাহিত করিব না? সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে আমি বড় হইবার সাধ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। এবারে ক্ষুদ্র হইব, ইহাই আমার উচ্চতম আশা।

* মিসরদেশীয় দুর্ব্বোধ্য বর্ণাঙ্কিত ভাষা।

বাঙ্গালা প্রবচন।

(৫৭ সংখ্যা ৬১ পৃষ্ঠার পর)

৩৩ ইটটী পড়লে পাটকেলটী পড়ে।
৩৪ ইতো নষ্ট স্তুতো ভ্রষ্টঃ।
৩৫ ইল্লোত যায় ধূলে,
স্বভাব যায় মলে।
৩৬ উচোটে পড়ে প্রণাম।
৩৭ উটস্ত মূল, পত্তনে চেনা যায়।
৩৮ উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।
৩৯ উদোর পিণ্ডি, বুধোর ঘাড়ে।
৪০ উপরোধে ঢেঁকী গেলে।
৪১ উপস্থিত অন্ন ছাড়িতে নাই।
৪২ উপোস করলে যাবে দিন,
ধার করলে হবে ঋণ।
৪৩ উপোসের কেউ নয়, পারণার গোঁসাই
৪৪ উন ভাতে, দুনো বল,
বিস্তর ভাতে রসাতল।
৪৫ এক রজপুত তের হাঁড়ী,
কেউ না খায় কারু বাড়ী।
৪৬ এককাণ কাটা সহরের বারদিয়ে যায়,
দুকাণকাটা সহরের ভিতর দিয়ে যায়
৪৭ এক নদী বিশ ক্রোশ।

৪৮ এক হাতে তালি বাজে না।
৪৯ এক হেনুসেলে তিন রাঁধুনী।
পুড়ে মলো তার ফেন গালুনী
৫০ এক লাঠিতে সাত সাপ মারা।
৫১ এক সূর্য্যে ধান শুকান।
৫২ এক আঁচড়ে টের পাওয়া যায়।
৫৩ এক মুরগী কবার জবাই ?
৫৪ এক পুতের আশ,
আর নদীকুলে বাস।
৫৫ একবরের স্ত্রী হেলা দোলা,
দোজ বরের স্ত্রী গলার মালা।
৫৬ এক দেশে ঢেঁকী পড়ে,
আর দেশে মাথা ব্যথা।
৫৭ এক যাত্রায় পৃথক্ ফল।
৫৮ এক কলসী জল আনিয়ে
কাঁকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি
বাগদিনীর ভাত ?
৫৯ এক ভস্ম আর ছার,
দোষগুণ দিব কার ?
৬০ এক পাগলে রক্ষা নাই,
সাত পাগলের মেলা।
৬১ একুশ কোড়া গুণে খায়,
ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।
৬২ একে বাপ, তায় বয়সে বড়।
৬৩ একা না বোকা।
৬৪ একে রুণু ঝুনু, দুয়ে পাঠ,
তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।
৬৫ একাই একশ।
৬৬ একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।
৬৭ এগুলে নির্ব্বংশের বেটা,
পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা।
৬৮ এচোঁড়ে পাকা।
৬৯ এত সুখ তোর কপালে,
তবে কেন তোর কাঁথা বগলে ?
৭০ এসা দিন নাহি রহে গা।
৭১ এক শীতে জাড় পালায় না।
৭২ ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে,
নেকড়ার আলো দিয়ে।
৭৩ ওদের বৌ নত্ পরেছ সাত সাঙে বয়,
নাকে কেমনে রয় ? না ওরাই বলে
ওরাই কয়।
৭৪ ওল খেয়ে গোল।
৭৫ ঔষধার্থে সুরাপন।

সঙ্গীত।

কে আজি বিরলে বসি ধরিছে মোহন তান,
জাগ গো জননী বলি দুখ নিশা অবসান।
বাণীর বীণার ধ্বনি, কবি কুঞ্জে নাহি শুনি,
ফুটেনাকো মঞ্জু কুঞ্জে বসন্তের সুখ গান।
ঘুমায়ে ভারতবাসী, আকাশে তারকা রাশি
লুকায়ে মেঘের কোলে, ভারত মহা শ্মশান।
অবলা ভারত বালা, রতন সেউতী মালা,
অজ্ঞান আঁধার মাঝে শশিকলা ভাসমান।

শিক্ষা দীক্ষা ছারখার, মহা মরু হাহাকার,
ভারতে ভারতী আর, মহামন্ত্র সমাধান।
যদি রে কল্যাণ চাও, ভারত মঙ্গল গাও,
মহাযজ্ঞ আত্মত্যাগ কর মহাশক্তি ধ্যান।
ভারতের ঘরে ঘরে, বাজ বীণে মনস্বরে,
জাগিবে ভগিনীগণে, মৃত দেহে পাবে প্রাণ।
ভারতী আমার নাম, পূর্ণ হোক্ মনস্কাম,
আশীর্ব্বাদ করি সবে, জয় ভারত সন্তান।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শৈশবকুসুম, তৃতীয়ভাগ—শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৷৷৹ আনা। কবিতাগুলি সরল ও সরস হইয়াছে, পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ সুনীতি ও সদ্ভাবের উদ্দীপক।

২। মদ খাও—নেশা ছুটিবে না—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৶৹ আনা। লেখক মদের নেশার গুণ শুনিয়া তাহা সেবনে উৎসুক ছিলেন, পরে এক মাতালের মুখে শুনিলেন সে যে মদ খাইয়াছিল, তাহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। তখন তিনি যে মদে নেশা ছোটে না, তাহার অনুসন্ধায়ী হইলেন এবং ঈশ্বরকৃপায় বিবেক মদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। লেখাটী সুন্দর হইয়াছে।

নতন সংবাদ।

১। মহারাজ সিন্ধিয়া ও হলকার উভয়েরই প্রায় এক সময়ে মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁরা দেশীয় রাজাদিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইহাঁদের বিয়োগে ইহাঁদের উত্তরাধিকারীদিগের স্বাধিকার লোপ না হইলে ভারতের পরম ভাগ্য।

২। ফ্রান্স হইতে অর্লিন ও নেপোলিয়ন রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। রাজবংশ স্বদেশ হইতে নির্ম্মূল করাই ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের উদ্দেশ্য।

৩। ডাক্তারী শিখাইবার জন্য এ বৎসর ১০টী স্ত্রীলোককে ১৫টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। যাঁহারা এফ, এ বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণা, তাঁহারা ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন।

৪। মৃত ইহুদী ধনকুবের এজরা সাহেবের পত্নী স্বামীর প্রীত্যর্থে কলিকাতা মেডিকাল কলেজের পার্শ্বে একটী নূতন হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অনেক টাকা দিয়াছেন। ছোট লাট সাহেব শীঘ্র এই বাটির ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

৫। ময়মনসিংহে সুখদা নাম্নী এক বিধবাবালিকা পুনরুদ্বাহের ইচ্ছায় তাঁহার পিতৃগৃহ ছাড়িয়া মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নালিস করেন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে আপনার ইচ্ছা মত কার্য্য করিবার অধিকার দিয়াছেন।

৬। ব্রহ্মদেশে কেবল পুরুষেরা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতেছে না, তথায় এক বীররমণীরও উদয় হইয়াছে, তিনি এক বিদ্রোহী দলের অধিনায়িকা।

বামাগণের রচনা।

স্বপ্নে স্বর্গদর্শন।

প্রিয়তম বিয়োগ।

নীরব নিশীথ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি
না নড়ে একটি পাতা,
প্রফুল্ল হৃদয়া, কুসুম যৌবনী
ললিত মাধবী লতা।
করে টল টল, চাঁদের কিরণ
উছলে পীযুষ রাশি,
প্রফুল্ল কুসুম, চাহি চাঁদ পানে
জাগিয়া যাপিছে নিশি।
নিখিল জগৎ, আছে ঘুমাইয়া,
বিমল শান্তির কোলে,
একাকিনী আমি, আছিনু জাগিয়া
প্রফুল্ল বকুল তলে।
কত কি ভাবনা, উঠিল অন্তরে
একটি একটি করি,
জাগিল হৃদয়ে, সে চারু মূরতি
অতুল সুষমা ধরি।
উঠিল ফুটিয়া, চিন্তার সলিল,
ললাট কপোল দিয়া,
থাকি, থাকি থাকি, উঠিল চমকি
বিষাদ বিষণ্ণ হিয়া।
নিরখি গগনে, অগণন তারা
কি যেন পড়িল মনে,
চির পরিচিত, কে যেন বিরাজে
বিমানে তারকা সনে।
"ভুলিবার ধন নয় সে রতন
একি গো ভ্রান্তির কথা,
চেয়ে দেখ হিয়া শোণিত অক্ষরে
প্রাণসহ আছে গাঁথা।"
তবে কি সত্যই মানুষ মরিয়া
বিরাজে তারকা লোকে ?
তবে কি আমারও প্রাণে তারাদেশে
এসেছে লুকায়ে রেখে ? *
তা না হ'লে পরে কাঁদে কেন প্রাণ
যতবার দেখি চেয়ে,
যেন সেই মুখ রেখেছে আঁকিয়ে
নক্ষত্র অক্ষর দিয়ে।
ঠিক্ তাই বটে যেতে কি পারিনা
উঠিয়া বিমান পথে ?
লইতে পারিনা খুঁজিয়া তাহারে
অগণ্য নক্ষত্র হতে ?
দেখেছি অনেক ছোট বড় তারা
খসিয়া খসিয়া পড়ে
কোথা যায় তারা ? যথা হতে আসে,
তথায় কি যায় ফিরে ?
কলেবর ছাড়ি আত্মা কোথা যায়
তারকা মূরতি ধরে ?
তাকি কভু হয় অনন্ত আত্মায়
যায় মিশে দেহ ছেড়ে।

(ক্রমশঃ)

---

* এ চিন্তার কারণ মৃত বন্ধুকে একদিন মৃত্যু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—মানুষ মরিলে কি হয়? তিনি উত্তর দেন, "নক্ষত্র।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৯ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৯৩—আগষ্ট ১৮৮৬। ৩য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট সভ্য নির্ব্বাচন—রক্ষণশীল দলের এবার পোয়াবার। উদার-নৈতিক গ্লাডষ্টোনের দলের অপেক্ষা তাঁহারা প্রায় দ্বিগুণ সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয় বাবু লালমোহন ঘোষ এবারও পরাজিত হইয়াছেন।

ডুবুরী দস্যু—নব বিভাকর বলেন, কাশীতে গঙ্গার ঘাটে ডুবুরী দস্যুরা সালঙ্কারা রমণীদিগকে ডুব দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলে, আর ইহাদের অলঙ্কার পত্র লইয়া আত্মসাৎ করে। পূর্ব্বে কিলকাতায় গঙ্গায় এইরূপ ডুবুরী ডাকাইতের উৎপাত ছিল, ব্লাকয়ার সাহেবের শাসনে তাহা নিবারিত হয়।

আসামে কুলী রমণী—অভাগিনী চিরদুঃখিনী ভারতরমণীদিগের দুঃখের ভরা পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই বুঝি আসামে তাহাদিগের জন্য চা বাগিচারূপ নরককুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথায় কুলী রমণীদিগের জীবন্ত দাহন হইতেছে। পিশাচ-প্রকৃতি ইউরোপীয় চা-করগণের ঘোর অত্যাচারের বিরাম নাই। ইউরোপীয় স্থানীয় বিচারকগণ আবার রক্ষক হইয়া ভক্ষক। সম্প্রতি একটী কুলী রমণী এক

চাকর কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইয়া অভিযোগ করাতে বিচারক নালিস অগ্রাহ্য করিয়া মিথ্যাবাদিনী বলিয়া রমণীকে পুলিস সোপরদ্দ করিয়াছেন। অনাথিনীকে কে রক্ষা করিবে?

এটনার অগ্ন্যুৎপাত—সিসিলি দ্বীপের এটনা পর্ব্বত অগ্ন্যুৎপাতের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি ইহার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গীরণ হইতেছে। ১১টা গহ্বরদ্বার খুলিয়াছে এবং ৬০০ ফিট প্রশস্ত গলিত ধাতুস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় ইহা দ্বারা এপর্য্যন্ত জনপদের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

স্ত্রীলোকের শ্রবণ শক্তি—ডাক্তার টেট সপ্রমাণ করিয়াছেন পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের শ্রবণ শক্তি অনেক অধিক। কর্ণে এক সেকেণ্ডে ন্যূন সংখ্যা ১৬ হাজার এবং উর্দ্ধসংখ্যা ৪২ হাজার শব্দের অভিঘাত হয়, স্ত্রীকর্ণ অধিক সংখ্যক আঘাত পাইবার উপযোগী। হৃদয়ের সহিত কর্ণের সমধিক যোগ ইহার কারণ হইতে পারে।

আশ্চর্য্য ঘূর্ণাবর্ত্ত—ডাক্তর এল এ উইন্‌স্‌লো ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডেলাওয়ার নদী দর্শন করিতে গিয়া যে আশ্চর্য্য ব্যাপার আবিষ্কার করেন, তাহার বিবরণ এই;—

এই নদী স্থানে স্থানে গভীর ও প্রশস্ত, তজ্জন্য অত্যন্ত স্রোতবতী ও তরঙ্গময়ী। পেন্‌সিলভেনিয়ার দিকে একটী ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে, তথায় এত বেগ যে বড় বড় কাষ্ঠ খণ্ড সকল আকৃষ্ট হইয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, কখন কখন অনেকদিন পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থায় থাকে। ডাক্তার একদিন এই ঘূর্ণাবর্ত্তের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে একটী জ্বলন্ত দেয়াশেলাই ঊর্ম্মীর উপর ফেলিয়া দিলেন। জল তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষণেক কাল নীল বর্ণের শিখা উঠিয়া নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তখন জলোপরি বুদবুদ দেখিতে পাইলেন, বুদ্বুদসকল দ্রুত বেগে নদীর তলদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া উপরিভাগে ভাসিতেছে। তিনি একজন ভূতত্ত্ববিদ এবং বৈজ্ঞানিক ছিলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলেন যে বুদ্বুদ সকল গ্যাস বা বাষ্প সম্ভূত, ইহার নদী তলদেশ হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং দাহ্য। তিনি দেশেলাই দ্বারা অনেক বুদ্বুদ্ জ্বালাইলেন। রাত্রি কালে তিনি সমস্ত তরঙ্গাকুল বুদ্বুদ্ময় দেশ এককালে প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে অপূর্ব্ব আলোক উৎপন্ন হইল। তিনি সেই জলের গভীরতা পরিমাণ করিয়া জানিলেন যে স্থানে স্থানে গভীরতা ৯০ ফিট এবং তল দেশ পর্ব্বতময়, কোথাও কোথাও অতলস্পর্শ। তিনি অনুমান করেন, নিম্নস্থ পর্ব্বতের গহ্বর সকল গ্যাসে পূর্ণ এবং তাহা হইতে বুদ্বুদ্ সকল উদ্ভূত হইতেছে। এই স্থানে কর্দ্দম ও গ্যাস পূর্ণ। ডাক্তার একটী পিপা উপুড় করিয়া গ্যাস ধরিয়াছিলেন, তাহাতে দিবারাত্রি উজ্জ্বল আলো হইয়াছিল।

স্বাভাবিক কূপ—ওহিও প্রদেশে ক্লিওলে নামক স্থানে একটী স্বাভাবিক কূপ আছে, তাহার নাম কার্গ্র কূপ। ইহা একটী অতীব আশ্চর্য্য পদার্থ, ইহা হইতে উজ্জ্বল আলোক ও উচ্চ অগ্নি শিখা বহির্গত হয়। রাত্রিকালে ইহার শোভা অতি বিস্ময়জনক, এমন কি সমস্ত প্রদেশ ইহাদ্বারা আলোকিত হইয়া থাকে।

আলোকময় কালী—একজন ইটালীয় এক প্রকার উজ্জ্বল ছাপার কালি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ছাপা সংবাদ পত্র সকল অন্ধকারে পাঠ করা যাইতে পারে। ইহাতে পুস্তক ও পত্রিকা সকল মুদ্রিত হইলে পাঠকদিগের পক্ষে রাত্রিকালীন আলোকের খরচ বাঁচে। অনেকে উজ্জ্বল কার্ড ব্যবহার করিয়া থাকেন, পুস্তক ও পত্রিকা উজ্জ্বল কালীতে মুদ্রিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বিবি দিনারজাদী।

পারস্যদেশের প্রবলপ্রতাপান্বিত এক মুসলমান (১) নরপতি একদিবস অপরাহ্নে সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে সচিবশ্রেষ্ঠকে আহ্বানকরতঃ অনুজ্ঞা করিলেন "মন্ত্রিন্! বিশ্ববিধাতা জগদীশ্বর দিক্ সমূহের মধ্যে কোন্‌দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছেন এবং সতত তিনি কি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এই দুইটি অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সত্বর সদুত্তর প্রদান করিয়া আমার আনন্দ উৎপাদন করুন।" মন্ত্রী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বাদসাহ পুনরায় আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়াতে বলিলেন "মন্ত্রিন্! বুদ্ধিমত্তা, বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার জন্য আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু এক সপ্তাহ কাল মধ্যে যদি এই প্রশ্ন দ্বয়ের আপনি সদুত্তর প্রদানে সমর্থ না হয়েন, তাহাহইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার মস্তক অসিদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিব।" এই রূপ নিদারুণ আদেশ কর্ণগোচর করিবামাত্র উজির মহাশয় বিমর্ষ বদনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মন্ত্রীবর আবাসগৃহে গমন করিয়া সতত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকেন এবং নয়নাশ্রুতে কপোল দেশ সিক্ত করেন। এইরূপে দুই দিন, তিন দিন, করিয়া ছয়দিন অতিবাহিত হইয়া, অদ্য সেই সর্ব্বনাশক সপ্তম দিবস উপস্থিত!! প্রবৃদ্ধ সচিব মহাশয় মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত এবং মধ্যে মধ্যে অশ্রু সম্বরণ করিয়া স্বকীয় ধর্ম্মানুযায়ী কোরাণের পরিচ্ছেদ বিশেষ পাঠ করিতে নিযুক্ত। ঠিক্ এই সময়ে তাঁহার বুদ্ধিমতী কন্যা দিনারজাদী আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রী মহাশয় রাজার নিদারুণ আদেশ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। কন্যা বলিল "পিতঃ! এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনার ন্যায়

(১) কেহ কেহ বলেন, এই মুসলমান নরপতি ক্ষেশীদারাউল-মুলুক নামে বিখ্যাত।

প্রধান লোকের খেদ প্রকাশ করা নিতান্ত অসঙ্গত, আমাকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলুন, আমি অদ্য রাজসভায় ইহার সদুত্তর প্রদান করিয়া আপনার প্রাণ ও খ্যাতি রক্ষা করিব।" মন্ত্রী প্রথমে স্বীকৃত হয়েন নাই, কিন্তু স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয় করিতেও সমর্থ ভাবিয়া অবশেষে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া পরিচ্ছদ গৃহে প্রবেশ করিলেন; কন্যা বলিলেন "পিতঃ! অদ্য আপনাকে আমাদের বাটীর ভৃত্যের পোষাক পরিতে হইবে।" পিতা তাহাই করিলেন; একজন ভৃত্যের মলিন এবং ছিন্ন পোষাক পরিধান করিলেন। কন্যাটি কৃত্রিম পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া মন্ত্রীর মূল্যবান পরিচ্ছদে অঙ্গ সুসজ্জিত করিল, তদনন্তর পিতাকে পশ্চাতে এবং নিজে অগ্রে অগ্রে রাখিয়া রাজসদন গমনে প্রবৃত্ত হইল। বাদসাহের সম্মুখে উভয়ে উপস্থিত হইলে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসিত হইল। বলা বাহুল্য দিনারজাদীর অপূর্ব্ব কৃত্রিম বেশে তাঁহাকেই মন্ত্রী বলিয়া রাজার ভ্রম হইয়া ছিল। দিনারজাদী দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলী আপনার দিকে এবং বামহস্তের একটি অঙ্গুলী পিতার দিকে রাখিয়া বলিলেন "মহারাজ! জগদীশ্বর সতত এই কার্য্য করিয়া থাকেন।" রাজা ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন কৃত্রিম মন্ত্রী পুনরায় বলিতে লাগিলেন "মহারাজ! বিধাতা কখন প্রভুকে ভৃত্য, কখন ভৃত্যকে প্রভু করিতেছেন, কখন আমীরকে ফকির, কখন ফকিরকে আমীর করিতেছেন, অর্থাৎ নিরন্তর পরিবর্ত্তন সাধন করাই তাঁহার কার্য্য। উত্থান ও পতন এবং পতন ও উত্থান অর্থাৎ পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের একজন সামান্য বেতনভোগী সেবক ভিন্ন আর কিছুই নহি, কিন্তু অদ্য দেখুন আমি মন্ত্রীর সজ্জায় সজ্জিত এবং বুদ্ধিমান সচিব শ্রেষ্ঠ সেবকের অকিঞ্চিৎকর বস্ত্রে আচ্ছাদিত।" মহারাজা অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিলে কন্যা বলিতে লাগিলেন "মহারাজ! বাতির দীপ শিখা যেমন কোনও দিকেই মুখ ফিরাইয়া থাকে না; অথচ চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে সমভাবে আলোক বিস্তার করে, এবং যে কেহ দীপের নিকটে যায়, সেই ব্যক্তিই আলোক প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বর তেমনি কোনও দিকেই মুখ রাখেন না, অথচ তিনি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই কীর্ত্তি ও মহিমা বিস্তার করেন। তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেই—অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইলেই—আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দীপশিখা হইতে যত অন্তরে থাকিবেন, আলোক ততই কম পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন; ঈশ্বরের যত নিকটে থাকিবেন, ঈশ্বরের করুণা ও মহিমা তত অধিক পরিমাণে শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন; তাঁহার সমীপবর্ত্তী না হইলে তাঁহার প্রেমালোকে আলোকিত হইতে

পারিবেন না।" সদুত্তর শুনিয়া রাজা এবং রাজসভাস্থ সুধীগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শেষে দিনারজাদীর পরিচয় হইলে পর কন্যা বলিলেন "আমি বর্ত্তমান থাকিতে পিতাকে এসকল সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না; কন্যার অসাধ্য হইলে পিতা উত্তর দিয়া থাকেন।" রাজা বলিলেন "উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা না হইলে কি এমন কথা বলিতে পারে?" বাদসাহ পরম পরিতোষ লাভ করিয়া দিনারজাদীকে বিবাহ করিলেন এবং মন্ত্রীকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

১৩—লীলাবতী।

লীলাবতী নামে তিনটী রমণীর উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। এক লীলাবতী ভাস্করাচার্য্য-দুহিতা; উদয়নাচার্য্যের কাব্যে আর একটী কামিনীর নাম পাওয়া যায়, তিনিও লীলাবতী নামে পরিচিত। তিনি ও ভাস্করাচার্য্য-কন্যা অভিন্ন কি না, নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রে আর এক লীলাবতীর নির্দ্দেশ আছে। তিনি কোন মন্দ কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অজস্র লবণ দান করিয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই কামিনীর সহিত আমাদের প্রস্তাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। প্রথমোল্লিখিত নারীই আমাদের আলোচ্য। কেহ কেহ বলেন, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের ভার্য্যা। কাহার কাহার মতে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামে বনিতা ও দুহিতা ছিলেন। এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবেত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যার নাম লীলাবতী। তাঁহার পিতা বিদর নগরে বসতি করিতেন। তিনি শক রাজার ১০৩৬ বৎসরে (খৃষ্টীয় শকের ১২০০ দ্বাদশ শতাব্দীতে) বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং লীলাবতীও ঐ সময়ের কিছু কাল পরেই ভূমিষ্ঠ হন। লীলাবতী ভিন্ন ভাস্করাচার্য্যের অন্য পুত্র বা কন্যা ছিল কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য্য কন্যাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহার প্রমাণ এই,—তিনি স্বীয় কন্যার নামানুসারে নিজের একখানি গণিত পুস্তকের নাম "লীলাবতী" রাখিয়া-

ছিলেন। লীলাবতীর পিতামহের নাম মহেশ্বর। লীলাবতী শাণ্ডিল্য গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।

এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভাস্করাচার্য্য গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা বিবাহের অল্পকাল পরেই স্বামিহীনা হইবেন। পিতা, কন্যার এই ভাবী বিপদ্ নিবারণার্থে সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। অবশেষে তাঁহার মনে এক সদুপায় উপস্থিত হইল। তিনি উদ্বাহের লগ্ন এমন সময়ে নির্দ্ধারিত করিবেন, সঙ্কল্প করিলেন যে, সেই লগ্নে পরিণীত হইলে, কন্যা বিধবা হইবেন না। তদনুসারে লগ্ন-নির্ণয়ার্থ জলপূর্ণ এক পাত্রের উপরিভাগে সূক্ষ্ম-রন্ধ্র-বিশিষ্ট এক তাঁবি স্থাপন করিলেন। যখন ঐ তাঁবি ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা জলে পরিপূর্ণ হইবে, তখনই বর-কন্যার বিবাহ হইবে, আচার্য্য ভাস্কর এইরূপ স্থির করিয়া রাখেন এবং সভাস্থ সকলকেই তাহা বিজ্ঞাপন করিয়া দেন। দৈবের কর্ম্ম দেখ, লীলাবতী ক্রীড়া-কৌতুক বশতঃই হউক, আর চাঞ্চল্য প্রযুক্তই হউক, ঐ তাঁবির মধ্যে কিরূপে জল-প্রবেশ হইতেছে, সন্দর্শন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার শিরোদেশের আভরণ হইতে একটী মুক্তা ঐ তাঁবির অভ্যন্তরে নিপতিত হইল। যাঁহারা ঐ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন, সেই দৈবজ্ঞগণ, তাঁবি জলে পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তথাচ তাহা জলময় হইল না দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর ঐরূপ বিলম্ব ঘটিবার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, রন্ধ্র পথে একটী ছোট মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে লগ্নকাল নিশ্চয়ই অতীত হইয়া গিয়াছে, সকলেরই প্রতীতি জন্মিল। অগত্যা তদ্দণ্ডেই লীলাবতীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। ভাস্করাচার্য্যের মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল।

পরিণয়ের কিছু কাল পরেই লীলাবতীকে পতিহীনা হইতে হইল। তখন ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিলেন, তনয়াকে "পাটীগণিত, পরিমিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও বীজগণিতে পারদর্শিনী করিব।" এইরূপ উচ্চ শাস্ত্রের আলোচনা অবলম্বন করিলে, লীলাবতী দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা অনায়াসেই বিস্মৃত হইতে পারিবেন।

এই ঘটনার সত্যাসত্য বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইতে পারেন। কিন্তু বৃত্তান্তটী আদ্যন্ত অমূলক নয়। লীলাবতীর বাল-বৈধব্য-সম্বন্ধে-সংশয় করিবার কিছুমাত্রও কারণ নাই। উহা চির-প্রচলিত একটী প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী। ঐ বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই লীলাবতী গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

লীলাবতীর জনক যাহা ভাবিয়া-

ছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। লীলাবতী উচ্চ শাস্ত্রের অনুশীলনে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য স্বীয় কুমারীর নামে অঙ্ক পুস্তকের নাম "লীলাবতী" রাখিলেন। কোন্ সময়ে এই অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণীত হয়, "লীলাবতী" পুস্তকে তাহার কোনই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তৎ-প্রণীত "কর্ণ-কুতূহল" নামক নক্ষত্র-নির্ণয় গ্রন্থের মতানুসারে শালিবাহন রাজার স্থাপিত অব্দের ১১০০ এগার শত বৎসর উহার প্রণয়নের কাল। ভাস্করাচার্য্য উক্ত গ্রন্থে কন্যার মনোযোগ আকর্ষণ জন্য "অয়ে বালে লীলাবতি"! অর্থাৎ হে বালিকা লীলাবতী! বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক সূত্র-সঙ্কেতাদি রচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে অঙ্ক সমাধানের প্রকৃষ্ট প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাতে প্রত্যেক অঙ্কের উদাহরণ ও লক্ষণ সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত আছে। সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার, বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি বিষয়ের সূত্র ও দৃষ্টান্তও উত্তম নিয়মে লিখিত রহিয়াছে।

এই পুস্তক এতাদৃশ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বিরচিত যে, ফৈজি নামক এক প্রসিদ্ধ মুসলমান্ পারস্য ভাষায় উহার অনুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জন কর্ম্মচারীর উদ্যোগে উহা ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

ভাস্করাচার্য্য প্রণীত "লীলাবতী" গ্রন্থের নিমিত্ত লীলাবতীর নাম চির-স্মরণীয়, কেহ যেন এরূপ কথা স্বপ্নেও মনে স্থান না দেন,—এই আমাদের প্রার্থনা। কেবল কথায় মিনতি করিয়া, আমরা পাঠিকাদিগকে ওরূপ বলিতেছি না। "লীলাবতী" গ্রন্থের স্থানে স্থানে ভাস্করাচার্য্য সূত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কোথায় বা কোন বিষয়টী আদৌ নির্দ্দেশই করেন নাই। তাহার কারণোল্লেখ করিবার সময় বলিয়াছেন, সূক্ষ্মবুদ্ধি ব্যক্তিরা ও গুলি অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি সূক্ষ্মবুদ্ধিদের পক্ষেও নিতান্ত দুরূহ। আর যেগুলি জড়বুদ্ধিদিগের উপকারার্থ লিখিয়াছেন, স্থূল-বুদ্ধির তো কথাই নাই,—তীক্ষ্মমতিরাও তাহা বোধগম্য করিতে বিলক্ষণ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। লীলাবতী ঐ সকল বিষয় পরিপাটীরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মনীষা ও স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কত কত প্রাজ্ঞ লোকে বিস্ময়াপন্ন হন। সেই প্রশংসনীয় পুস্তকের অনেক অঙ্কের সঙ্কেতাদি ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও গ্রহণ করিয়া, স্বদেশীয় অঙ্কবিদ্যায় প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। তদর্থ তাঁহারা নিজ দেশে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আর, তাঁহাদের ঔদার্য্য ও গুণগ্রাহিতগুণে আমরাও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাস্পদ মনে করিয়া কতই

সুখ্যাতি করিয়া থাকি। লীলাবতী যেমন গুণবতী, তেমনই বিদ্যাবতী। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাহার অন্যতম প্রমাণ—তরুতলে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি বৃক্ষের পত্র, শাখা প্রশাখার সংখ্যা সহজে গণনা করিতে পারিতেন। এই অসাধারণ শক্তি একমাত্র নল রাজার ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আর কাহারও এই অলোক-সামান্য সামর্থ্য ছিল কি? যে দেশে অবলারা অনাদৃত, তিরস্কৃত, সেই দেশের পক্ষে ইহা কখনই সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়।

আচার্য্য ভাস্কর মহোদয় লীলাবতী পুস্তক ভিন্ন কর্ণকুতূহল, সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গোলাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লীলাবতী এই সমস্তই অনুশীলন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পিতা ফলিত জ্যোতিষের অজস্র নিন্দা করিয়াছেন। তাহা নিষ্ফল ও নিরর্থক, এরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। লীলাবতীও পিতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া যে, ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা স্বতঃই বিশ্বাস হয়। কারণ, পিতার গুণাগুণ লীলাবতীর তুল্য বিদ্যাবতী দুহিতায় বর্ত্তিবারই কথা।

লীলাবতীর চরিত্র আলোচনায় আমাদের মনে কয়েকটী কথা উপস্থিত হইল; প্রথমতঃ তাঁহার পরিণয় নিতান্তই বাল্যাবস্থায় বা সমধিক বয়ঃস্থাকালে সমাহিত হয় নাই, সম্ভবতঃ কৈশোর সময়ে হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পিতা একজন উচ্চ ও উন্নত প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞ মনীষী ছিলেন। তৃতীয়তঃ তখন নারীজাতির সুশিক্ষায় লোকের অনাস্থা, অনাদর বা ঔদাসীন্য ছিল না, বরং তদ্বিষয়ে সমধিক উৎসাহ, আগ্রহ ও অধ্যবসায় দৃষ্ট হইত। তখনকার সমাজ-বন্ধন এখনকার মত এতাদৃশ বিকট-অনুদার-ভাবাপন্ন, সুতরাং কঠোর ছিল না—থাকিলে, আমরা আজ গুণাংশে লাবণ্যবতী লীলাবতীর মত রমণী রত্নের নাম স্মরণ করিয়া পুলকিত হইতে পাইতাম না। লীলাবতী জগতের ইতিহাসে উচ্চ পদবী অধিকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, ইহা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইলেই, আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব উপস্থিত হয়।

কেবল আমরাই তাঁহার গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করি, এমন নয়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের সর্ব্বত্র তাহার অপরিসীম যশে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ধন্য লীলাবতী! তুমি অমর, তুমি কামিনীকুলের শিরোমণি।

তৎকালে সহমরণ প্রচলিত ছিল না—থাকিলে লীলাবতী নিশ্চয়ই ভর্ত্তার জলচ্চিতায় আরোহণ করিতেন। অতি প্রাচীনকালে প্রকৃত সতী কন্যারা যেরূপ নির্দ্দোষ ভাবে আত্মার ঔন্নত্য দেখাইয়া গিয়াছেন, লীলাবতীও সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বলিয়া, ভারত-

মণ্ডলের একটী গণনীয় আদর্শচরিত্রা পবিত্রা নারী। এক্ষণে যে ব্রহ্মচর্য্যের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, লীলাবতী তদ্বিষয়েও অনুকরণীয়। তিনি যে পুরুষের ভার্য্যা হইয়াছিলেন, যদি তিনি জীবিত থাকিয়া, সতী লীলাবতীর বিদ্যাবত্তা দেখিতে পাইতেন, না জানি কতই পুলকিত হইতেন! পত্নীর গুণে তাঁহার সুনাম দেশদেশান্তরে বিঘোষিত হইত। লীলাবতী রূপবতী ছিলেন কি না জানিবার উপায় নাই। রূপের খ্যাতি অপেক্ষা বিদ্যাজনিত প্রতিপত্তি গরীয়সী কি না, পাঠিকারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আর্ম্মেডিলো।

(২৫৮ সংখ্যার ৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

আরমেডিলো স্বভাবতঃ এত বেগে গমন করিতে অক্ষম এবং অক্লেশে বৃক্ষারোহণ কিম্বা লম্ফপ্রাদানেও সুনিপুণ নহে; অতএব অনাবৃত স্থানে কোন বিপক্ষ পশ্চাদ্ধাবিত হইলে এই পশু বিষম বিপাকে পতিত হয়। কিন্তু অকস্মাৎ এতাদৃশ বিপাক হইতে মুক্ত হইবারও তাহার এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে। অর্থাৎ যদ্যপি সেই সময়ে সম্মুখে কোন একটা গহ্বর দেখিতে পায়, তাহাহইলে অবিলম্বে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুহইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু যদি নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন গহ্বর না থাকে, তাহাতেও সে ভরসাহীন হয় না—তৎক্ষণাৎ আপনি একটী নূতন গর্ত্ত খনন করিয়া আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। কারণ এ বিষয়ে ইহার অত্যদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বিপক্ষ পরিধাবন করিলেও পলাইতে পলাইতে নিমেষমাত্রে একটা গর্ত্ত প্রস্তত করিতে পারে। এই কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া জগৎ-স্রষ্টা এই প্রাণীর থাবাগুলিকে অতিশয় বৃহৎ, সুদৃঢ় ও কুঞ্চিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী থাবা, তন্মধ্যে এক একটীতে চারিটী বৃহৎ নখসংযুক্ত অঙ্গুলি আছে অনেকেই অবগত আছে যে, গন্ধমুখীর গর্ত্ত নির্ম্মাণে অতি সুনিপুণ, কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাহাদিগকে আরমেডিলোর নিকট পরাভব মানিতে হয়। পশ্চাদ্গামী বিপক্ষেরা কখন কখন গর্ত্ত প্রবেশকালে এই জন্তুদিগের লাঙ্গুল টানিয়া ধরে। কিন্তু ইহারা এতাদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে প্রাণ রক্ষার্থে সযত্ন হয়, যে তাহারা সজোরে আক-

র্ষণ করত লাঙ্গুল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও গহ্বর হইতে বহির্গত হয় না, তজ্জন্য শত্রুদিগের হস্তে কখন কখন কেবল পুচ্ছ মাত্র পতিত হয়, এবং ইহারা বিচ্ছিন্নাবশিষ্ট শরীর লইয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু শিকারীরা ইহাদিগকে প্রাণ রক্ষার্থে এতদ্রূপ দৃঢ়সংকল্প জানিয়া প্রায় পুচ্ছদেশে আপনাদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করে না। তাহারা প্রথমতঃ সহজে অথচ হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন না হয় এমত ভাবে গহ্বরস্থিত পশুর পুচ্ছ ধৃত করিয়া থাকে, তৎপরে অন্য এক ব্যক্তি চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা খনন করিলে পর দুর্ভাগা আরমেডিলে সজীবাবস্থাতেই শিকারীর হস্তে পতিত হইয়া স্থানান্তরে নীত হয়। কিন্তু যে সময়ে ইহা আপনাদিগকে বৈরিহস্তে পতিত জানিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করে, তখন সমস্ত অঙ্গ সঙ্কুচিত করত গোলাকারে পরিণত হইয়া শত্রুদিগের প্রদত্ত যন্ত্রণা সহ্য করণার্থ এক ভাবে অবস্থিতি করে।

ক্ষুদ্রজাতীয় আরমেডিলোর মাংস অতিশয় সুকোমল ও সুস্বাদু বলিয়া শিকারীরা কোমল হস্তে ও অতি সাবধানে ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও ইহারা মৃত্তিকার নিম্নে গভীর গহ্বর মধ্যে অবস্থিতি করে, তথাচ তাহারা এই পশুকে তথা হইতে বাহির করিতে নানা প্রকার উপায় কল্পনা করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা ইহাদিগের বিবর মধ্যে ধূম প্রবেশ করাইয়া এবং কখনও বা জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ইহাদিগকে তথা হইতে বহির্গত হইতে বাধ্য করে।

অধিকন্তু তাহারা কোন কোন সময়ে এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি কুকুর সঙ্গে লইয়াও এই পশু শিকারার্থে আগমন করে। কুক্কুরেরা যদ্যপি আরমেডিলোকে গহ্বর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করিতে দেখে, তবে নিমেষমধ্যে সেইদিকে ধাবমান হইয়া অনায়াসে ইহাকে পরাভব করিতে পারে। আরমেডিলো যখন কুকুর ভয়ে ব্যতিব্যস্ত ও নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়, তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে গোলাকৃতি হইয়া ইতস্ততঃ গড়াইয়া গড়াইয়া বেড়ায়, এবং ব্যাধেরাও ইহাকে এই অবস্থায় স্বস্থানে লইয়া প্রস্থান করে, কিন্তু যদি এই প্রাণীরা এরূপ আকারে কোন পর্ব্বতস্থলীতে উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে ইহাদের প্রাণ রক্ষা অতি সুলভ হইয়া উঠে; কারণ সেসময়ে তাহারা ক্রমে নিম্নভূমি পাইয়া এক শৈল হইতে অপর শৈলে এমনি খরতর বেগে গড়াইতে গড়াইতে পলায়ন করে, যে শিকারীরা কোন ক্রমেই ইহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া ইহাদিগকে ধৃত করিতে পারে না। শিকারীরা কোন কোন সময়ে নদীতীরে ও অশুষ্ক নিম্নভূমিতে ফাঁদ পাতিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া থাকে।

আরমেডিলোরা অতি গভীর গহ্বরে বাস করে বলিয়া সচরাচর নিম্ন ও আর্দ্র ভূমিতে আহার অন্বেষণ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ব্যাধেরাও উচ্চস্থলে জাল বিস্তারিত করে না, নিম্ন স্থানেই পাতিয়া রাখে। তাহারা দিন মানে প্রায় গর্ত্ত হইতে নির্গত হয় না, রাত্রিকালে যেমন তথা হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নস্থলীতে গমন করে, অমনি পাশে আবদ্ধ হইয়া যায়। আরমে-ডিলো শিকারের যে সমস্ত উপায় কথিত হইল, তৎসমুদায় মধ্যে শেষোক্ত উপায়ই বিশেষ উপকারী, কারণ এত-দ্বারা প্রায় নিষ্ফল হইতে হয় না। এই পশুরা যখন বিবর হইতে বাহির হইয়া ভূমিতে বিচরণ করে, তখন প্রায় স্ব স্ব আশ্রয় স্থানের অধিক দূরে গমন করে না। তন্নিমিত্ত আক্রমণ কালে তাহা-দিগের পলাইবার ব্যাঘাত জন্মাইতে গেলে বিশেষ কৌশল ও সতর্কতা আব-শ্যক করে।

এক প্রকার মূল আছে যাহা আর-মেডিলোজাতির প্রধান খাদ্য। ইহা-দিগের মধ্যে এমত একটীও জীব নাই যে তদন্বেষণার্থে শূকরের ন্যায় ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে পদদ্বারা ভূমি খনন করে না। ইহা রুটি এবং অন্যান্য সরস ও তেজস্কর শস্য ফলাদিও ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং মৎস্য পাইলেও পরিত্যাগ করে না। ইহারা অনেক সময়ে জল ও জলার্দ্র স্থানে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্তির আশয়ে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং তথায় নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সকল ধৃত করিয়া আহার করে।

এরূপ কথিত আছে যে আরমেডি লোর সহিত ঝুম ঝুম শব্দকারী বিষাক্ত সর্প বিশেষের বিলক্ষণ বন্ধুতা আছে কিন্তু বাস্তবিক একথা সত্য নহে। উক্ত ভুজগজাতি কখন কখন ইহাদের নিবাস রন্ধ্র অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু পরাক্রমে আরমেডিলোরা তাহাদিগের সমকক্ষ বলিয়া আপনাদিগের আবাস স্থান হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিতে পারে না, তন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সদ্ভাব প্রকাশ করিয়া অগত্যা একত্রে বাস করিতে বাধ্য হয়। অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে আরমেডি-লোরা নাপার্য্যমাণে উক্ত সর্পের সহিত একত্রে অবস্থিতি করে বলিয়াই তদ্দর্শনে অনেকে তাহাদিগের বিশেষ বন্ধুতার বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকে।

আরমেডিলোরা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় জাতিতে বিভক্ত, এবং ইহাদের মধ্যে যদিও সকল জাতিই অস্থিময় আবরণে আবৃত,তথাপি আকারগত বিশেষ বিভি-ন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের শরীরে বৃহৎ অস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে তিন শ্রেণীমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি স্থাপিত আছে, তাহারা টেটু-আপেরা নামে বিখ্যাত। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাদের পুচ্ছ-

দেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহার দীর্ঘতা দুই অঙ্গুষ্ঠের অধিক হইবে না,এবং শরীরস্থ সমস্ত অস্থি একত্রে মাপিলে দীর্ঘে একপাদ প্রমিত ও প্রস্থে ৮ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইবেক। দ্বিতীয় জাতিকে টেটাউ অক্‌রে অথবা এন্‌ কাউবারট্‌ অফ্‌ বাফুন্‌ কহে। ইহাদের আকার প্রায় একমাসবয়স্ক শূকরের ন্যায় হইবে, এবং প্রথম জাতি অপেক্ষা ইহাদের পৃষ্ঠ দেশে দ্বিগুণ পরিমিত অস্থি শ্রেণী স্থাপিত আছে। ইহাদের লাঙ্গুল অতিশয় লম্বা এবং মুখ দীর্ঘ অথচ তদুপযুক্ত স্থূল নহে। তৃতীয় জাতকে টেটাউ এট্‌ কহে। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ আট সারি অস্থিতে সজ্জিত আছে। এই জাতির লাঙ্গুল সুদীর্ঘ বটে। কিন্তু পদ চতুষ্টয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ইহাদের পুচ্ছ দীর্ঘে ৭ অঙ্গুষ্ঠ, এবং নাসিকাগ্রভাগ হইতে তাহার মূল পর্য্যন্ত প্রায় ১০ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লম্বা হইবে। চতুর্থ জাতির মস্তক বরাহের ন্যায় হওয়াতে তাহারা বরাহশির আরমেডিলো বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহারা নয় শ্রেণী অস্থিতে ভূষিত এবং উপরোক্ত জাতি ত্রয় অপেক্ষা সমধিক দীর্ঘ। তাহাদিগের নাসিকাবধি পুচ্ছদেশ পর্য্যন্ত প্রায় পাদ দ্বয় প্রমিত লম্বা হইবেক। পঞ্চম জাতিকে কেবেসাউ বা কেটাফ্রক্‌টাশ কহে। ইহারা পূর্ব্বোল্লিখিত কিম্বা আরমেডিলোর মধ্যে অন্যান্য যত প্রকার জাতি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষাই বৃহৎ। ইহাদের পৃষ্ঠ দেশ দ্বাদশ শ্রেণী অস্থি দ্বারা সুসজ্জীভূত হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে ত্রিপাদ প্রমিত হইবে, এবং অন্যান্য জাতি দিগের ন্যায় ইহারা আহারীয় দ্রব্য মধ্যে গণ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতি অপেক্ষা ষষ্ঠজাতিদিগের আকারের বিশেষ বিভিন্নতা দেখাযায়। ইহাদিগের মস্তক নকুলের ন্যায়, তন্নিমিত্তে ইহারা নকুলশিরা আরমেডিলো বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের স্কন্ধদেশে কেবল এক খানি মাত্র বৃহৎ হাড় আছে, তৎপরে পৃষ্ঠাবধি পুচ্ছ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিমালা শোভা পাইতেছে, এই জাতির লাঙ্গুলের পরিমাণ ৫অঙ্গুষ্ঠ এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ দীর্ঘে পাদৈক প্রমিতের অধিক হইবে না।

যাহা হউক এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ আরমেডিলোর মধ্যে কেবেসাউএন্‌ কাউবারট নামধারী জীবেরাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। যে সকল জাতিরা আকারে বৃহৎ, তাহাদের অস্থিগুলি নিরেট এবং মাংসও অতিশয় কঠিন, তন্নিমিত্তে তাহারা কাহারও আহারের উপযুক্ত নহে এবং ক্ষুদ্র জাতিরা যেরূপ নদীতীরে ও সলিলার্দ্র ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহারা তদ্রূপ নহে, তাহারা কেবল উচ্চ স্থলে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে। কিন্তু অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া গোলাকারে পরিণত হওয়া সমুদায় আরমেডিলো

জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ সাধারণ গুণ, কেবল যাহাদের পৃষ্ঠস্থ অস্থি শ্রেণীর সংখ্যা অল্প, তাহারা সমস্ত শরীর সুন্দর রূপে আবৃত করিতে পারে না। টেটাউ এপেরা জাতিতে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ তাহারা যৎকালে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া গোলাকার ধারণ করে, তৎকালে তাহাদের শরীরের দুই পার্শ্বেই দুইটী ছিদ্রবৎ শূন্য স্থান প্রকাশিত হইয়া উঠে, এবং তদ্দ্বারা অতি দুর্ব্বল শত্রুরাও তাহাদের দেহ ভেদ ও সাংঘাতিক আঘাত করিতে সমর্থ হয়।

সংযুক্তাহরণ।

(২৫৮ সংখ্যা ৯৫ পৃষ্ঠার পর।)

চলিলা কনোজ-বালা মরালগামিনী,
রূপে আলো করি পুরী স্থির সৌদামিনী,
মলিন আলোকমালা লাবণ্য প্রভায়,
দীপ দশা বাতী মাঝে লুকায় লজ্জায়!
উন্মত্ত ভূপতিবর্গ হইলা মোহিত,
স্পন্দহীন, জ্ঞানশূন্য যেন চিত্রার্পিত
মূরতি মোহন পটে, বিভিন্ন কেবল
নেত্রে পুত্তলিকা আর নিমেষ উজ্জ্বল।
কি যে দেখিতেছে আঁখি কি ভাবিছে মন
কেন যে আকুল প্রাণ কে বুঝে কারণ?
বিভোর নিমগ্ন, পূর্ণ সৌন্দর্য্য সাগরে,
সাধে কি পতঙ্গ অঙ্গ ঢালে আলোপরে?
গম্ভীর অম্ভোধি সাধে কৌমুদী বিভায়
তরঙ্গাকুলিত অঙ্গ বেলায় লুটায়?
সাধে কি রসের হ্রদে ডোবে মক্ষিগণ?
সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ নিত্য অখণ্ডন!
কোকিল কাকলী ধ্বনি অলির ঝঙ্কার
তারি কাছে মধুময় কর্ণে কভু যার
ঢালে নাই সৌন্দর্য্যের মধুর ভারতী!
সৌন্দর্য্যের সুধা কোথা পাবে সুধাপতি?
যে জন না দেখিয়াছে সৌন্দর্য্যের হাসি,
সেই বলে স্নিগ্ধ নিদাঘের পৌর্ণমাসী!
কনক চম্পক বিম্বে তারি প্রয়োজন,
সৌন্দর্য্য লাবণ্যে চির অন্ধ যেই জন।
স্বভাবের শোভার প্রশংসা করে সবে,
মানুষিক সৌন্দর্য্যের তুল্য কি তা হবে?
সুন্দরীর প্রেমপূর্ণ সস্মিত আনন,
কার সহ জগতের করিবে তুলন?
কি ছার কমল ফুল, শরত চন্দ্রমা?
সুন্দরীর মুখশ্রীর কিসের উপমা?
অনেক ভাবিয়া স্থির করে কোন কবি,
মনে সংকল্পিয়া বিধি সৌন্দর্য্যের ছবি
নিরমিলা কমলিনী ফুলকুলেশ্বরী,
কিন্তু সে মলিনী হৈল হেরিয়া সর্ব্বরী!
পরে বিধি চন্দ্রকলা করিলা নির্ম্মাণ,
সেও পণ্ড হৈল হয়ে দিবাগমে ম্লান।
অনেক যতনে শেষে করিয়া কৌশল,
নিরমিলা রমণীর বদন মণ্ডল।

দিবা নিশি এক ভাব হ্রাস বৃদ্ধি নাই—
ক্রমশঃ বিজ্ঞতা বাড়ে প্রবচন তাই!
সাধারণ নারীমুখ যদি মনোহর,
সুন্দরীর সুবদন কত না সুন্দর?
বিশেষতঃ যিনি অসামান্যা রূপবতী,
বর্ণিতে মুখশ্রী তাঁর অশক্তা ভারতী!
উপমেয় উপমান বিফল যোজনা!
উৎপ্রেক্ষার আড়ম্বর শুধু বিড়ম্বনা!
অদ্বিতীয় রূপবতী কনোজ-নন্দিনী!
লোকে অসামান্য যেন সাক্ষাৎ মোহিনী
ভূভার হরণ ছলে উদয় ভূতলে!
বিজলে বিমল বিভা বদনমণ্ডলে!
যেমন সুদীর্ঘ কেশ শ্যামল চিক্কণ,
তেমনি সীমন্ত ফুটে পড়িছে কিরণ!
সুন্দর ললাট নিম্নে টানা ভ্রূযুগল,
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র নীলিমা উজ্জ্বল!
ঈষদ্ অঞ্জন লেখে অপূর্ব্ব রঞ্জন!
চির সুপ্রসন্ন দৃষ্টি পবিত্র মোহন!
মনোহর শ্রুতিযুগ বিবিধ ভূষণে
ভূষিত ঈষৎ ঢাকা মুখ আবরণে!
সুচারু নাসিকা অগ্রে গজমুক্তা দোলে,
সমুজ্জ্বল আরক্তিম সলজ্জ কপোলে।
রাগরক্ত ওষ্ঠাধর রঞ্জিত মোহন,
বিশদ দশন পাতি স্বচ্ছ সুদর্শন!
ঈষৎ মিশির রেখা উজলে তাম্বুলে,
মোহিনী হাসির ঠামে ত্রিভুবন্ ভুলে!
সুন্দর চিবুকে মুখ জ্যোতি উদ্ভাসিত,
গ্রীবা কণ্ঠ স্থূল অংসে অপূর্ব্ব যোজিত!
উন্নত উরসে শোভে মণি রত্ন হার,
দীপ্ত বপুকান্তি করি আবৃতী বিদার!
সুগোল কোমল বাহু, কমনীয় করে,
বিবিধ ভূষণদাম শোভে থরে থরে!
আরক্ত অঙ্গুলী পর্ব্বে মহার্ঘ অঙ্গুরী,
শোভিছে ক্ষরিছে রত্ন লাবণ্য মাধুরী!
ক্ষীণকটি পীন দেহ ধরিবে কেমনে?
বিশাল নিতম্ব তাই বিধি প্রয়োজনে।
স্থূল উরু সুললিত সুচারু চরণ,
সুকোমল পদাঙ্গুলী নখর মোহন,
রক্তিম অলক্ত রাগে অপূর্ব্ব সুন্দর,
নানা অলঙ্কার ভারে শোভে মনোহর।
অলঙ্কারে অঙ্গ শোভা করিছে বর্দ্ধন,
অথবা লাবণ্য তাতে শোভে আভরণ,
বিষম সমস্যা মীমাংসিবে কোন্‌জন?
সৌন্দর্য্যে ভূষণ যোগ মণিতে কাঞ্চন!
বিশেষ চলন ভাবে তুলনা কি আছে?
সুকবি প্রযোজ্য পদ তালে তালে নাচে
প্রতি পদ বিন্যাসে উল্লাসে মন প্রাণ,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য একাধারে সমাধান!
তারুণ্যে চপল, ধীর কারুণ্যে অটল!
পূর্ণ সরলতা ভাবে সদা ঢল ঢল!
স্নেহপূত মৃদুদৃষ্টি বিনয়ে বিনত,
সদা সরমের দায়ে কপোল বিব্রত,
ব্রীড়ায় অধর স্পন্দে ওষ্ঠ সম্মিলনে,
পূত প্রীতিফুল্ল হাসি বিকাস বদনে,
মূর্ত্তিমতী প্রীতি স্থির শান্তিস্বরূপিণী,
ভুবনে দুর্ল্লভ নিধি কনোজ-নন্দিনী!
মধুর কিঙ্কিণী রোলে প্রাণ চমকিয়া
প্রবেশিলা সভাঙ্গনে অমৃত সিঞ্চিয়া!
রূপে আলোকিত দেশ, অঙ্গের সৌরভে,
আকুল জীবন মন, পরিমুগ্ধ সবে!
স্পন্দহীন কলেবর বিগত চেতন,
সৌন্দর্য্য সমুদ্র মাঝে চিত্ত নিমগন!

দ্রৌপদী। *

"দ্রৌপদী" এই নামটী ভারতের আপামর সাধারণ সকলেই অবগত আছে, তাহার কারণ দ্রৌপদী প্রভৃতি কতিপয় ভারত মহিলার পবিত্র নাম আমরা প্রাতে স্মরণ করিয়া থাকি। বাস্তবিক দ্রৌপদী প্রাতঃস্মরণীয়া বটেন, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, অবিচলিত ধৈর্য্য, নির্ভীকতা, স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতি, নীতিজ্ঞতা ও উদারতা ভারত রমণীদিগের আদর্শ স্বরূপ যদি এই দেশের রমণীগণ দ্রৌপদীর চরিত্রের কিঞ্চিৎ মাত্র অনুকরণ করিতে সক্ষম হইত, তবে ভারতের এরূপ দুর্দ্দশা কদাচ ঘটিত না। আমরা এই প্রকার কতিপয় অসামান্য রমণীর যশঃকীর্ত্তন, ও চরিত্র সমালোচন করিবার অভিলাষ করিয়াছি; অদ্য মহিলা প্রধানা দ্রৌপদীর জীবন সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাল্মীকির সীতারই অনুকরণে মহর্ষি দ্বৈপায়ন ভারতের নায়িকা দ্রৌপদীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সীতার ন্যায় দ্রৌপদী অযোনিসম্ভবা এবং সীতা ও দ্রৌপদী উভয়েরই বিবাহ পণে নির্দ্ধারিত, সীতার বিবাহে ধনুর্ভঙ্গ পণ দ্রৌপদীর বিবাহে লক্ষ্যবিদ্ধ পণ। উভয়েই স্বামীর সহিত বনে গমন করিয়া বনবাস কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। উভয়েই পরে ভারত সিংহাসনে রাজ্ঞারূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন, উভয়ের জীবন বিপদ সঙ্কুল ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ। সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল, দ্রৌপদীকে জয়দ্রথ হরণ করিতে গিয়াছিলেন। তবে সীতা একবারে স্বামীকর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া বনবাসে পতিব্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও সে বিষয়ে ন্যূন নহেন, তিনি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দ্যূত মুখে বিসর্জ্জিতা হইয়া বস্ত্র হরণকালে তাঁহার নির্ভীকতা, মনস্বিতা ও পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিছিলেন। উভয়ের জীবন প্রায় একরূপ বিপদজালে জড়িত এবং উভয়ে অতীব কষ্টে, বিবিধ দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া, ভারত ভূমিতে নিজ নিজ নাম ও কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন।

যদিচ দ্রৌপদী ও সীতার জীবনগত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রায়ই সমাতুল্য, তত্রাপি দ্রৌপদীর চরিত্র সীতা হইতে নিতান্ত ভিন্ন। সীতা কোমলস্বভাবা, সহিষ্ণু অক্ষুণ্ণমতি, গুরুজনের বাধ্য, অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা কুলবধূ।

---

* বঙ্গমহিলা পত্রিকায় এই প্রস্তাবের কিয়দংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, উক্ত পত্রিকা বন্ধ হওয়াতে এক্ষণে "দ্রৌপদীর" জীবনী সমালোচনা সম্পূর্ণাকারে প্রকটিত হইতেছে।